THE GOVERNMENT OF INDIA.

BY

H. BELL.

ভারত-শাসন প্রণালী

শ্রীযুক্ত এইচ্ বেল সাহেব

প্রণীত

ইংরেজি পুস্তক হইতে

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ ডি এল

কর্ত্তৃক

ভাষান্তরিত

CALCUTTA:
THACKER, SPINK & CO.,
1891.

ইংরাজাধিকৃত

ভারত শাসন-প্রণালী।

সূচনা।
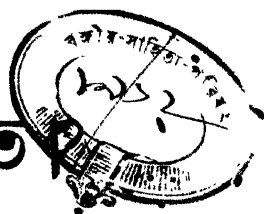
পৃথিবীর প্রাচ্য খণ্ডের মধ্যে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবাস্পদ মহাদেশ আর নাই। এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের দক্ষিণ সীমা দুস্তর জলধিবারি বিধৌত, ইহার পূর্ব্বসীমান্ত চীন সাম্রাজ্য সন্নিকৃষ্ট, ইহার প্রতীচ্য প্রান্ত গান্ধার রাজ্য সন্নিহিত, এবং ইহার উত্তর সীমা হিমালয় নামক নগাধিরাজ বিরাজিত। উল্লিখিত চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূবিভাগের মধ্যে বিভিন্নভাষী ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নানা জাতীয় লোকসমূহ, অধুনা ইংরাজ শাসনের গুণে, শান্তিসুখে ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে।

যাহারা ভারতবর্ষের একাংশে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহার বিশালতা অথবা ইহার প্রধানতম শাসনকর্ত্তৃগণের অভিপ্রায় উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। এই মহাদেশ সংক্রান্ত ইংরাজ শাসন-প্রণালীর সংক্ষেপ বিবরণ বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রগণ এবং অনতিশিক্ষিত সাধারণ লোকে যাহাতে জানিতে পারেন, সেই উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচিত হইল। ইহা পাঠ করিলে বর্ত্তমান সাময়িক ঘটনাবলী সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপিত হইবে, এবং রাজকীয় নীতি পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য পরিজ্ঞানেচ্ছা সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইবে। এমন অনেক লোক অদ্যাপিও জীবিত আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের পিতামহ বা প্রপিতামহদিগের নিকট দেশীয়

নৃপতিগণের শাসনাধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা যেরূপ ছিল, পূর্ব্বতন রাজারা পরস্পারের সহিত যেরূপে সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন, যেরূপে পরস্পারের অধীনস্থ জনপদ-সমূহ ধ্বংস করিয়া কৃষি ও বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতেন, যেরূপে তাহারা অযথা ভাবে প্রজাদিগকে কর-ভারে প্রপীড়িত করিতেন, অর্থলোলুপ রাজ-কর্ম্মচারী ও নিষ্ঠুর সৈনিকগণ জনসাধারণের প্রতি যেরূপ নৃশংস আচার করিত, প্রজাগণ দস্যু কর্ত্তৃক জীবন ও সম্পাত্তি নাশ ভয়ে যেরূপ ত্রাসিত থাকিত, যেরূপে সশস্ত্র সৈনিকগণের সহযাত্রিকতায় বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদিত হইত, তদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত অবশ্যই শুনিয়াছেন। তৎকালে বাষ্পীয় শকট, সম্বাদ পত্র, তাড়িত বার্ত্তাবহ, বিচারালয় আইন বা জনসাধারণের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়, এই সকল কিছুই ছিল না। কিন্তু ইদানীন্তন কালে এতদ্দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবার্ত্তিত হইয়াছে; এক্ষণে যে কোন ব্যক্তি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত নিরাপদে পর্য্যটন করিতে পারেন। ফলতঃ কলিকাতা হইতে পুরুষ-পুর (পেশোবার) অথবা কাশীধাম হইতে কটক, যেখানে যাওয়া যায়, সর্ব্বত্র এই বিস্তীর্ণ মহাদেশ একই নিয়ম এবং একই শাসনের বশীভূত দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে এখন পর্য্যন্ত অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিবরণ কখন কখন শ্রবণগোচর হয় বটে; কিন্তু তজ্জন্য শাসন-কর্ত্তৃগণের উপর দোষারোপ করা যায় না। তত্রত্য অধি-বাসিগণের নিশ্চেষ্টতা ও অতি সহিষ্ণুতাই তাহাদের ক্লেশকর অবস্থার কারণ।

বর্ত্তমান ইংরাজ শাসন বিষয়ক এই বিবরণ পাঠের প্রারম্ভেই ইহা জানা উচিত যে, ভারতাধিকার দ্বারা ইংলণ্ড প্রকারান্তরে উপকৃত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর বা অন্য কোনরূপে লাভ গ্রহণ করেন না। ফলতঃ ভারত হইতে ইংলণ্ডে পণ্য দ্রব্যাকারে যে অর্থ প্রেরিত হয় তাহার বিনিময়ে আমরা সেই মূল্যের অন্যান্য দ্রব্য বা রাজ্য রক্ষা রূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইংলণ্ডের রাজকোষ পরিপূর্ণ করিবার জন্য তথায় এক কপর্দ্দকও প্রেরিত হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এতদ্দেশের শাসন প্রণালী বিবৃত করিবাব পূর্ব্বে ইহার অন্তর্গত প্রাদেশিক বিভাগ সমূহের ও ইহার প্রাকৃতিক অবস্থা ও অধিবাসিগণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ আবশ্যক। সচরাচর বালকদিগকে কেবল নীরস ঐতিহাসিক ঘটনা-বলী অর্থাৎ সংগ্রাম, জয়, পরাজয়াদি বিষয়ক বৃত্তান্ত এবং পূর্ব্বতন নৃপতিগণের নামাবলী অভ্যাস করাইয়া, তাহা-দিগের স্মৃতিশক্তির ক্লেশ সাধন করা হয়; কিন্তু দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা অথবা ইতিবৃত্তোল্লিখিত লোকদিগের রীতি চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদিগকে কিছুমাত্র শিক্ষা দেওয়া হয় না। ভারতবর্ষীয় বিদ্যালয় সমূহে এমন বহুতর ছাত্র আছেন, যাঁহারা ইতিহাস, ন্যায়, বীজগণিত প্রভৃতি কঠিন-

তর শাস্ত্র সংক্রান্ত দুরূহ তত্ত্ব সকল শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু স্ব স্ব প্রদেশের চতুঃসীমার বিবরণ, এমন কি, নাম পর্য্যন্ত তাহারা জ্ঞাত নহেন। ফলতঃ এতদ্দেশীয় শাসন সম্বন্ধীয় বিবরণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইহার ভূগোল বিষয়ক বৃত্তান্ত অনাবশ্যক জ্ঞান করা যাইতে পারে না। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের সীমা যেরূপ নির্দ্ধারিত হয় তাহাই অদ্যাপি প্রায় সর্ব্বত্র স্থিরতর আছে। বর্ত্তমান কালে, দেশীয় নৃপতি-গণের শাসনাধীন রাষ্ট্র সমূহ ইহার অন্তর্গত গণ্য করিলে, ইহার ক্ষেত্র পরিমাণ ১৫ লক্ষ বর্গমাইল, এবং ইহার লোকসংখ্যা ২৪ কোটী ৫০ লক্ষ।

	বর্গ মাইল।	লোক সংখ্যা।	প্রতি বর্গমাইলে গড় লোকসংখ্যা।
বঙ্গপ্রদেশ	১,৮৯,০৩৪	৬,২৭,২৪,৮৪০	৩৩২
পঞ্জাব	৯৮,৪৬১	১,৭৬,০৪,৫০৫	১৭৯
উত্তর পশ্চিম প্র-দেশ ও অযোধ্যা	১০,৫৪৭১	৪,১৯,৭১,৩২২	৩০৩
মধ্য প্রদেশ	৮৪,০৪৮	৮২,১৫,১৬৭	৯৮
আসাম	৪১,৭৯৮	৪১,৩২,০১৯	৯১
ব্রহ্মদেশ	২,৯০,০০০	৮০,০০,০০০	২৮
মাদ্রাজ প্রদেশ	১,৩৮,৩১৮	৩,১২,৮১,১৭৭	২২৬
বোম্বাই প্রদেশ	১,২৪,৪৫৭	১,৬২,২৮,৭৭৪	১৩০
দেশীয় রাজ্যসমূহ	৫,১০,০০০	৫৫০,০০,০০০	১০৮
মোট	১,৫৮১,৫৮৭	২৪৫,১৫৭,৮০৪	

এই অঙ্কাবলীর দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে ভারতবর্ষের ভূমির প্রায় তৃতীয়াংশ এবং লোক সংখ্যার প্রায় চতুর্থাংশ

দেশীয় রাজগণের শাসনাধীন। ইহার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক সংখ্যার ন্যূনাধিক্য কিরূপ তাহাও উপলব্ধি হইতেছে। বাঙ্গালা দেশেই লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অর্থাৎ প্রতিবর্গমাইলে ৩৩২ জন। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা প্রভৃতি নদাদির তট-সন্নিহিত প্রভূত শস্যশালী স্থান সমূহের অধিবাসী সংখ্যার আধিক্য হেতু বাঙ্গালা দেশের লোকের পরিমাণ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক। উপরোক্ত নদী সন্নিহিত স্থল সমূহে কোথাও প্রতি বর্গমাইলে ৮০০ শতের অধিক লোকের বাস আছে। কলিকাতা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নগর সীমান্তবর্ত্তী স্থানে লোকসংখ্যা আরও অধিক। মধ্যপ্রদেশ, আসাম এবং ব্রহ্মদেশে অনেক ভূমি পর্ব্বতাকীর্ণ এবং পতিত ও কর্ষণাযোগ্য আছে। সুতরাং তথায় বর্গমাইলে লোকসংখ্যা অতি কম।

যিনি কখন নিজ প্রদেশের বাহিরে যান নাই, তাঁহার পক্ষে ভারতবর্ষের পূর্ব্বোল্লিখিত বিশালতা বোধগম্য হওয়া দুষ্কর। বঙ্গদেশের আয়তন জর্ম্মানির অপেক্ষা কিছু কম, কিন্তু লোকসংখ্যা প্রায় সার্দ্ধগুণ অধিক। মান্দ্রাজ প্রদেশ ফ্রান্স অপেক্ষা কিছু ছোট, কিন্তু অধিবাসির সংখ্যা প্রায় তুল্য। সমগ্র ভারতবর্ষ, কালেক্টার দিগের অধীন জেলা সমূহের তুল্যায়তন খণ্ডে বিভক্ত হইলে, প্রায় ৮০০ জেলায় বিভক্ত হইতে পারে। গঙ্গানদীর দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল, এবং কলিকাতা হইতে পুরুষপুর পর্য্যন্ত লৌহ পথের দূরত্ব তদপেক্ষা ন্যূন নহে। পুরুষপুর হইতে কুমারিকা অন্তরীপের দূরত্ব প্রায় ২০০০ মাইল। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা একছত্রাধীন

রাখা কিরূপ দুরূহ কার্য্য তাহা হৃদ্বোধ হইতে পারে। বিশেষতঃ ইহার অধিবাসিগণের মধ্যে জাতি ভাষা, ধর্ম্ম, রীতি চরিত্রাদি সম্বন্ধে যেরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, ও ইহার ভূমি সংক্রান্ত নানাবিধ স্বত্বের যথার্থ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যেরূপ কঠিন, তৎসমুদয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইংরাজ-গণ কিরূপ গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শিক্, পাঠাণ, রাজপূত প্রভৃতি যুদ্ধকুশল জাতিগণের তুলনায়, বল-বীর্য্যহীন বঙ্গদেশবাসী ও দাক্ষিণাত্য এবং পূর্ব্ব সীমান্তবাসী পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতিগণ, মানসিক বৃত্তি ও আকৃতিতে কত বিভিন্ন তাহা বলা বাহুল্য। সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে যত ভাষা প্রচলিত আছে, কেবল এক ভারতবর্ষের মধ্যে ভাষাগত বিভিন্নতা তদপেক্ষা কম নহে। ভারতবর্ষে প্রধা-নতঃ ১২ টি ভাষা চলিত আছে, কিন্তু সাধারণ লোক যে সকল ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে তাহার সংখ্যা শতাধিক অঙ্ক ভিন্ন গণিত হইতে পারে না। আর এত-দ্দেশে যে সকল ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, এবং তৎসমুদায়ের যে সমস্ত শাখা প্রশাখাদি আছে, সেই সকল সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইলেও বৃহদাকার একখানি পুস্তক হইয়া উঠে।

সিংহল দ্বীপ ভারতবর্ষের অন্তর্গত গণ্য করিলে, ভারত-বর্ষীয় ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ভূমি ও লম্ব উভয় রেখাই দৈর্ঘ্যে ২০০০ মাইলের ন্যূন নহে। ইহা দক্ষিণে বিষুব রেখার অষ্টম অংশ হইতে উত্তরে ৩৫ অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্য প্রদেশ একটী অত্যুচ্চ মালভূমি এবং নর্ম্মদা, শোন, মহা-

নদী, গোদাবরী প্রভৃতি বড় বড় নদ ও নদীর উৎপত্তি স্থল। এই অত্যুচ্চ ভূখণ্ডের অধিকাংশ প্রস্তর ও অরণ্যময়। ইহার মধ্যে মৃদঙ্গার, লৌহ, তাম্র প্রভৃতি অনেক ধাতুর আকর আছে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যদ্বয়, অর্থাৎ মৃদঙ্গারও লৌহ, এতদ্দেশীয় লৌহ পথ সমূহে ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। উক্ত ভূখণ্ডের পশ্চিম সীমা আরাবলী পর্ব্বত-শ্রেণী। আরাবলী গিরির পশ্চিম পার্শ্ব হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত যে মরু প্রদেশ আছে তাহার অধিকাংশ রাজপূতানার অন্তর্গত। এই প্রদেশের প্রধান নগর বিকানীর, যোধপুর, যশলমীর প্রভৃতি এরূপ বালুকারাশি সমাকীর্ণ যে ৪০০ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট কূপ ভিন্ন জল পাওয়া যায় না। ভারত-বর্ষের সমুদ্রতটের দৈর্ঘ্য, ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া করাচী পর্য্যন্ত, প্রায় ৪০০০ মাইল। এই মহাদেশের পূর্ব্বাংশে ভাগীরথী-তটে ইহার প্রধান বাণিজ্য স্থান কলিকাতা নামক মহানগরী বিরাজিত আছে। তথায় বিস্তীর্ণ নদীবক্ষে প্রতি দিবসেই ৩০। ৪০ খানি বায়ুবেগ-চালিত বৃহদাকার ৩। ৪ গুণবৃক্ষ বিশিষ্ট অর্ণবপোত, ও ঐ সংখ্যক বাষ্পীয়পোত ভাসমান দেখিতে পওয়া যায়। এই সকল জলযান দ্বারা গোধূম তণ্ডুল প্রভৃতি শস্যাদি ও চর্ম্ম, রেশম, চা প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে পৃথিবীর নানাদেশে নীত হইয়া থাকে; এবং তদ্বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতু এবং লৌহ পথাদির উপ-করণ, এবং লবণ ও কলের কাপড় প্রভৃতি আনীত হইয়া থাকে। কলিকাতা এবং মান্দ্রাজ এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী উপকূল প্রদেশে এবং মান্দ্রাজের দক্ষিণভাগে আরও অনেক

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দর আছে। তত্রত্য বাণিজ্য কার্য্য অনতি বৃহৎ নৌকা দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই নগর পৃথিবী মধ্যে একটী বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট বন্দর; এবং তথায় মর্মাগোয়া নামক একটী নূতন বন্দর ভারতীয় লৌহপথাবলীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। তিনটি প্রধান লৌহপথ দ্বারা বোম্বাই নগরে, অভ্যন্তর প্রদেশ সমূহেরে পণ্য দ্রব্য নীত হয়। তথায় সমুদ্রতটে কলিকাতার ন্যায় বহুসংখ্যক * জলযান প্রচার ও † মঞ্চ নির্ম্মিত থাকায় লৌহপথের উপর দিয়া পণ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ শকটশ্রেণী জলযান সমূহের নিকটে সংস্থাপিত করিতে পারা যায়,এবং দুই দিনের মধ্যে এক জাহাজে অন্যূন ৭০,০০০ মণ মাল বোঝাই হইতে পারে। সুদূর পশ্চিম প্রান্তে সিন্ধুনদের সঙ্গম স্থানের অনতিদূরে করাচি নামক একটী বন্দর আছে; পঞ্জাব ও গান্ধার দেশোৎপন্ন দ্রব্যজাত, লাহোর ও কোয়েটা প্রভৃতি স্থান হইতে বাষ্পীয় শকটযোগে তথায় আনীত হয়।

এই মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মৃত্তিকার প্রকৃতি ও বৃষ্টির পরিমাণ সম্বন্ধেও বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। পঞ্জাব

---

* যে স্থানে জাহাজ নির্ম্মাণ বা সংস্করণ হয় তাহাকে ইংরাজিতে ডক কহে। সমুদ্র বা নদী-তটে জলযানপ্রচার নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঐরূপ স্থলে একটী জলাশয় খনন করিয়া তাহার তলস্থ ভূমি এবং চতুষ্পার্শ্ব ইষ্টক বা প্রস্তরাবৃত করা হয়। নদী বা সমুদ্রের দিকে একটী দ্বার থাকে, সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিলে জলাশয়টি যখন জলে পরিপূর্ণ হয়, তখন যে জাহাজ সংস্করণ করা আবশ্যক তাহা প্রবিষ্ট করা হয়। তদনন্তর উক্ত দ্বার বন্ধ করিয়া জল সিঞ্চিত করা হইলে, তদভ্যন্তর প্রবিষ্ট জলযান পর্য্যবেক্ষণ ও সংস্করণ সুসাধ্য হয়। অর্ণবপোত ও নৌকাদি নিরাপদে রাখিবার জন্য কখন কখন ডকে রাখা হইয়া থাকে।

† সমুদ্র বা নদী-তটে জলযান হইতে মাল নামাইবার ও তদুপরি মাল উঠাইবার জন্য যে মঞ্চ নির্ম্মিত করা হয় তাহাকে ইংরাজিতে জেঠি বলে।

প্রদেশের অন্তর্গত মূলতান নগরে কোন বৎসরে ৭ ইঞ্চির অধিক বারিপাত হয় না, সিন্ধুদেশে বৃষ্টি প্রায়ই হয় না, রাজ-পুতানা প্রদেশে ১৫ ইঞ্চি মাত্র বারিপাত হয়। বঙ্গদেশে ও বোম্বাই প্রদেশে বার্ষিক বারিপাত ৬৭ ইঞ্চি এবং আসাম প্রদেশে ৬০০ ইঞ্চি হইয়া থাকে। এইরূপ বৃষ্টির তারতম্য হেতু কৃষিকার্য্যের প্রণালী সম্বন্ধেও বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। বঙ্গদেশে গোধুম যব প্রভৃতি শস্য জলসেচন ব্যতীতও উৎপন্ন হয়; কিন্তু পঞ্জাব প্রদেশে জলসেচন ভিন্ন কোন রবিশস্য হয় না। বাঙ্গালায় যখন সম্পূর্ণ বর্ষাকাল, মান্দ্রাজে তখন আকাশ মেঘ-শূন্য থাকে। এবং মান্দ্রাজে যখন প্রাবৃটকাল উপস্থিত হয়, বাঙ্গালায় নভোমণ্ডলে তখন মেঘের লেশ মাত্রও লক্ষিত হয় না। এইরূপ প্রাকৃতিক সাদৃশ্যাভাবের কারণ এত জটিল যে তাহা এই পুস্তকের মধ্যে বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। পরন্তু যে কারণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ন্যূনাধিক পরিমাণে বারিপাত হয়, তাহার তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া পাঠকবর্গের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানশাস্ত্রে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে এতদ্দেশের শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদির ন্যূনাধিক্যের কারণ বুঝিতে পারা যায়; এবং তাহা হইলে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কি ইতর কি ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে সকল ভ্রান্ত সংস্কার আছে তাহা অমূলক বলিয়া জানিতে পারা যায়। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উত্তর প্রান্তস্থিত অতিতুঙ্গ শৃঙ্গ-বিশিষ্ট হিমালয় নামক অত্যুচ্চ পর্ব্বতই এতদ্দেশীয় ঋতুসংক্রান্ত অবস্থার প্রধান কারণ। এই মহাদ্রির অনেক স্থান ২৫০০০

ফুট অর্থাৎ ৫ মাইলের অধিক উচ্চ; এবং ইহার ১৭০০০ ফুটের উপরিস্থ সমুদয় স্থান চির-নীহারাবৃত থাকে। গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি অনেক বৃহৎ নদনদী এই হিমালয় হইতে উৎপন্ন। নিদাঘ কালে পর্ব্বত-শিখরস্থ নীহারদ্রব হইতে আরম্ভ হইলে উক্ত শ্রোতস্বতী সমূহের বারি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত ও তুষারের ন্যায় শীতল হয়। অম্বুকলা-বাহী বায়ু এই কালে হিমালয়ের শীতল শৃঙ্গে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মেখলা প্রদেশে বারিবর্ষণ করে। এইরূপ না হইলে নিদাঘ কালে বিন্দুমাত্র বৃষ্টিপাত হইত না, এবং সমস্ত নদ নদী শুষ্ক হইয়া যাইত।

ইংরাজ কর্ত্তৃক একছত্রীকৃত এই বিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যের প্রাকৃতিক অবস্থা ও ইহার অধিবাসিগণের রীতি চরিত্রাদি সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যতদূর বলা আবশ্যক তাহা উক্ত হইল। এতদ্দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হইবে যে এই মহাদেশের এক অংশের উপযোগী আইন ও শাসন পদ্ধতি ইহার অপরাপর প্রদেশে প্রচলিত করা সকল সময়ে কোনমতে সম্ভব নহে। ফলতঃ এতদ্দেশবাসিগণের আভ্যন্তরিক ভাব উদ্দেশ্য এবং কামনা সমুদয় এত বিভিন্ন যে ইহা সুশাসিত রাখা অতীব কঠিন ও বিপদ-জনক কার্য্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভারত শাসন-প্রণালী।

এই অধ্যায়ে ভারত শাসন-কার্য্য যেরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন পূর্ব্বক, তদনন্তর অপরাপর অধ্যায়ে এই সাম্রাজ্য সংক্রান্ত কার্য্য ভার ভিন্ন ভিন্ন অধিকারিদিগের মধ্যে কিরূপে বিভক্ত আছে, তাহা বিবৃত করা যাইবে। ভারতাধীশ্বরী, তাঁহার ভারত-সচিব নামক অন্যতম মন্ত্রিদ্বারায়, এতদ্দেশ শাসন সম্বন্ধে সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করেন। ভারতসচিব প্রভৃতি মন্ত্রিগণ বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট নামক মহাসভার অভিপ্রায়ের বিপরীত কোন কার্য্য করিলে, স্ব স্ব পদ রক্ষা করা তাঁহাদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। সুতরাং, নূতন আইন প্রচলনাদি কোন গুরুতর কার্য্য উক্ত মহাসভার অনুমোদন ও পরিজ্ঞান ব্যতীত অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যগণ প্রায় দুই দলে বিভক্ত থাকেন। যখন যে দলের সংখ্যা ও ক্ষমতা অধিক হয়, সেই দলের অধিনায়কগণকে, ভারতাধীশ্বরী মন্ত্রিত্ব পদে বরণ করিয়া থাকেন। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা, মধ্যে মধ্যে নূতন নির্ব্বাচন দ্বারা পুনঃসংগঠিত হয়। সুতরাং এক দলের অধিপতিগণ যাবজ্জীবন মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত থাকিতে পারেন না; নূতন নির্ব্বাচন দ্বারা যে দলের সংখ্যা অধিক হয়, সেই দলের প্রধান পুরুষগণ মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করেন। এই হেতু ভারত-সচিবের পদে কেহ দীর্ঘকাল থাকিতে পারেন না। পরন্তু তাঁহার অধীনে

কতকগুলি কর্ম্মচারী স্থায়ীরূপে নিযুক্ত থাকেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাকে এতদ্দেশ সম্বন্ধীয় অবস্থা জানাইবার ও পরামর্শ দিবার, জন্য পঞ্চদশ সংখ্যক মন্ত্রীর একটী অমাত্যগোষ্ঠি আছে। যাঁহারা ভারতবর্ষে বিষয় কার্য্য অথবা ব্যবসায় উপলক্ষ্যে অন্যূন দশ বৎসর বাস করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করত, দশ বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে বিলাতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণ ভারত সচিবের মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। লণ্ডননগরে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যে অমাত্যভবন আছে, তদপেক্ষা বৃহৎ ও মনোরম রাজকীয় কার্য্যালয় পৃথিবীর মধ্যে আর আছে কি না সন্দেহ।

ভারত-সচিব ইচ্ছা করিলে গভর্ণর জেনারেলের যে কোন আদেশ রহিত করিতে পারেন। সচরাচর তাঁহার মন্ত্রিগণের অধিকাংশের মতানুসারে ভারত-সচিব সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। তাহাদিগের অমতেও তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোন কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু তদ্রূপ কার্য্যের দ্বারা যদি কোন অনিষ্টের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে পার্লিয়ামেণ্ট তাহাকে তিরস্কৃত বা দণ্ডিত করিতে পারেন। বস্তুতঃ ভারত-সচিব তাঁহার এই ক্ষমতা প্রায় কদাচ পরিচালনা করেন না। যদি নিতান্ত বাধ্য হইয়া, কেবল স্বীয় ক্ষমতার বলে কোন কার্য্য করেন, তাহা হইলে ভারতাধীশ্বরীর অন্যান্য সচিবগণের অনুমোদনানুসারে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন।

এক্ষণে যাঁহারা ভারত-সচিবের অমাত্য নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে পাঁচ জন পূর্ব্বে এতদ্দেশে গভর্ণর

জেনেরেলের মন্ত্রি সভার সভ্য অথবা প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা ছিলেন। অপর দশ জনের মধ্যে দুই জন সেনানায়ক, দুই জন স্থপতি এবং এক জন শ্রেষ্ঠী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত দৌত্য কার্য্যে বা বাণিজ্য ব্যবসায়ে যাহারা লব্ধ প্রতিষ্ঠ, এরূপ তিন জন ভারত-সচিবের মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত আছেন।

সন্ধিবিগ্রহ সংক্রান্ত গোপনীয় ব্যাপার ব্যতীত, আর আর সকল বিষয়, নিতান্ত নিরবকাশ না হইলে, তৎসংক্রান্ত আদেশ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে, মন্ত্রিসভার গোচরে আনিতে হয়। উক্ত সভার অধিকাংশের মত ব্যতীত ভারতবর্ষীয রাজস্বের এক কপর্দ্দক ব্যয়িত হইতে পারে না।

ভারতশাসন সংক্রান্ত অধিকারিবর্গের মধ্যে গভর্ণর জেনেরেল সর্ব্বপ্রধান। তাঁহাকে এতদ্দেশের লোকে বড়লাট সাহেব বলে। তিনি ভারতাধীশ্বরীর প্রতিনিধি, এবং তৎকর্ত্তৃক, তদীয় মন্ত্রিগণের অনুমোদন মতে, পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বিলাতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন গভর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইতে পারেন না। গভর্ণর জেনেরেল যে বেতন পাইয়া থাকেন, তাহা অধিক হইলেও, তাহার নিজের অন্য আয় না থাকিলে, পদানুযায়িক সম্ভ্রম রক্ষা করা তাহার পক্ষে কঠিন হয়। ভারত-সচিবের ন্যায় গভর্ণর জেনেরেলেরও একটী কার্য্য নির্ব্বাহক মন্ত্রিসভা আছে। এবং আইন প্রণয়নার্থ তাঁহার একটী ব্যবস্থাপক সভা আছে। তাঁহার মন্ত্রিগণ সকলেই ঐ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। তদ্ব্যতীত ব্যবস্থাপক সভার আর নয় জন সভ্য নিযুক্ত থাকেন; তাঁহারা সকলে

রাজকীয় বেতনভোগী কর্ম্মচারী নহেন। গভর্ণর জেনে-রেলের ছয় জন মন্ত্রি নিযুক্ত থাকেন; তাঁহারাই কার্য্য নির্ব্বাহক সদস্য গোষ্ঠির সভ্য। এই সকল মন্ত্রিদিগের পদ ও ক্ষমতা ইউরোপীয় রাজ্য সমূহের সচিবগণের ন্যায়। ভারতশাসন সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহক মহাসভার সদস্য-গণের অধিকার স্বতন্ত্র, এবং তাঁহারা প্রত্যেকে এক একটী প্রধান কার্য্য বিভাগের কর্ত্তা; অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে এক জন সৈনিক বিভাগের, এক জন আইন প্রণয়ন কার্য্যের, এক জন পূর্ত্তকার্য্যের, এবং এক জন পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্য্যের প্রধান পরিচালক।

ভারত-সচিবের মন্ত্রি সভার ন্যায় গভর্ণর জেনেরেলের মন্ত্রিসভার সদস্যগণের পরামর্শ দেওয়া প্রধান কার্য্য হইলেও, এই সাম্রাজ্য শাসন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সক-লেরই নির্দ্দিষ্ট অধিকার আছে। বস্তুতঃ গভর্ণর জেনে-রেলের অনুমোদনানুসারে তদীয় মন্ত্রিগণ এতদ্দেশ শাসন সম্বন্ধে সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। উক্ত মন্ত্রিগণের প্রত্যেকের হস্তে এক একটী বিভাগের কার্য্যভার থাকায়, ভারত শাসন সম্বন্ধে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা গভর্ণর জেনে-রেলের সহকারীর কার্য্য করিয়া থাকেন।

এতদ্দেশের অন্তর্গত বা সন্নিহিত প্রতিরাজ্য সমূহের নৃপতিগণের সহিত যে সকল কার্য্য হয়, তাহা গভর্ণর জেনে-রেলের নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে পররাষ্ট্র বিভাগে সম্পাদিত হয়। আভ্যন্তরিক শাসন, রাজস্ব, কৃষি, পূর্ত্তকার্য্য প্রভৃতি অন্যান্য অধিকার সমূহ গভর্ণর জেনেরেলের মন্ত্রি সভার এক এক জন সভ্যের হস্তে অর্পিত থাকে, তাহা পূর্ব্বে সূচিত

হইয়াছে। প্রত্যেক অধিকারে এক জন প্রধান আদেশ সম্পাদক নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা গভর্ণর জেনেরেলের নাম উল্লেখে সমস্ত আদেশ পত্রে স্বাক্ষর করেন। তাঁহারা মন্ত্রি সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন, এবং আদিষ্টব্য বিষয়ের সারমর্ম্ম ও স্বীয় অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিয়া গভর্ণর জেনেরেল ও তাহার মন্ত্রিগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করেন। সামান্য সামান্য বিষয় সমূহ সেই বিভাগাধিকারী মন্ত্রির আদেশ অনুসারে নিষ্পত্তি হয়। বিশেষ ব্যাপার সম্বন্ধীয় আদেশ গভর্ণর জেনেরেলের অনুমোদন ব্যতীত প্রচারিত হয় না। গভর্ণর জেনেরেলের ভিন্ন মত হইলে সেই বিষয় মন্ত্রি সভায় উপস্থাপিত হইয়া অধিকাংশের মতানুসারে কার্য্য হয়।

গভর্ণর জেনেরেলের অধীনে মাদ্রাজ, বোম্বে, বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিম, ও পঞ্জাব এই পঞ্চ প্রধান প্রদেশ, পঞ্চ, প্রদেশাধিপতি কর্ত্তৃক শাসিত। তদ্ব্যতীত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ চিফ কমিসনর ও প্রতিনিধি প্রভৃতি আখ্যাবিশিষ্ট মণ্ডলাধিপতিগণের শাসনাধীনে আছে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশাধিপতির কার্য্য নির্ব্বাহক ও ব্যবস্থাপক উভয়বিধ সভা আছে। উত্তর পশ্চিম ও বঙ্গাধিপের কেবল ব্যবস্থাপক সভা আছে। প্রথমোক্ত প্রদেশ চতুষ্টয়ে এক এক প্রধান বিচারালয় আছে। অর্থবিবাদ ও দণ্ডবিধান সম্বন্ধে এই সকল বিচারালয়ের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তৃত্ব আছে। তৎকৃত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে ভারতাধীশ্বরীর প্রিভি কৌন্সিল নামক ধর্ম্মাধিকারে আবেদন করা যাইতে পারে। পরন্তু প্রিভি কৌন্সিল পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা করা বহু ব্যয় ও সময়

সাধ্য ; এবং বিশেষ ধনবান অর্থী প্রত্যর্থী ভিন্ন কেহ উক্ত ধর্ম্মাধিকারে বিচার প্রার্থী হইতে পারে না।

ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষ দুই শত চল্লিশ জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক জেলার ক্ষেত্র পরিমান প্রায় তিন সহস্র সাত শত পঞ্চাশ বর্গ মাইল, এবং লোক সংখ্যা প্রায় আট লক্ষ। জেলার প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ কালেক্টার বা রাজস্ব সংগ্রাহক বলিয়া অভিহিত হন। কোনও কোনও অসভ্য প্রদেশে, জেলার প্রধান কর্ম্মচারী ডিপুটী কমিসনর বলিয়া আখ্যাত। এই সকল প্রদেশ আইন বর্জ্জিত ; অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় প্রচলিত আইনানুসারে উক্ত প্রদেশ সমূহে সমস্ত কার্য্য হয় না। জেলার শাসন কর্ত্তৃগণ তথায় আপন ইচ্ছায় অনেক কার্য্য করিতে পারেন। চারি পাঁচ জেলার উপর কমিসনর উপাধিধারী এক এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকেন ; তিনি প্রদেশাধিপতির নিকট সকল বিষয় গোচর পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ গ্রহণ ও প্রচার করিয়া থাকেন। প্রত্যেক জেলা কতকগুলি পরগণা, তহশিল, থানা, ও উপবিভাগে বিভক্ত থাকে। জেলার প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষের কার্য্য নানাবিধ এবং অতিশয় শ্রমসাধ্য। সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান ও অসাধারণ দক্ষতা না থাকিলে উক্ত পদের কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করা যায় না। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধিকার ও অনুষ্ঠেয় কার্য্য সমূহ ডাক্তার হণ্টার যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

“জেলার কালেক্টার মাজিষ্ট্রেট ভূমি সংক্রান্ত ও অন্যান্য আবৎ প্রকার রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

রাজস্ব সংক্রান্ত বিবাদ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ সম্বন্ধে তাঁহার বিচারাধিকার আছে। তিনি প্রজাদিগের সম্বন্ধে পিতৃ-মাতৃ স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের সজীব প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। শান্তি-রক্ষা, কারালয়, চিকিৎসালয়, নাগরিক সভা, শুল্কাদান, রথ্যাদি নির্ম্মাণ ও সংস্কার প্রভৃতি সমস্ত তাঁহার কর্ত্তৃত্বা-ধীন। তাঁহার শাসনাধীন লোক সমূহের রীতি, নীতি, চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা ও তাহা-দের ভাষায় কথোপকথন করিতে পারা, তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কৃষি বিদ্যা এবং অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে তাঁহার কিয়ৎ পরিমাণে পারদর্শিতা থাকা প্রয়ো-জন। ব্যবহার ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে এবং আয় ব্যয় সংক্রান্ত গণনা ও লিপি রচনায় তাঁহার বিশেষ অধিকার থাকা অতীব আবশ্যক। ইহাও বলা বাহুল্য যে মনুষ্য চরিত্র বুঝিবার ও সকল লোকের মনোরঞ্জন করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও তাঁহার কার্য্য কোন মতে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। মৃগয়া ও অশ্বারোহণ সম্বন্ধে তাঁহার পটুতা থাকা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য যে এতাদৃশ পাণ্ডিত্য ও ক্ষমতা-শালী ব্যক্তি সংসারে অতি বিরল।

মহারাণী ভারতাধীশ্বরী হইতে জেলার কালেক্টর পর্য্যন্ত এতদ্দেশ শাসন সম্বন্ধীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের অধিকার বিবৃত হইল। জেলার কালেক্টারের নিম্নে আরও অনেক শাসনা-ধিকারী আছেন; এমন কি, শান্তিরক্ষক প্রহরীদিগেরও যখন আইন পরিচালন সম্বন্ধে ক্ষমতা আছে, তখন তাহা-দিগকেও শাসন কর্ত্তৃগণের মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত বিবরণ পাঠে বোধগম্য হওয়া উচিত যে,

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গভর্ণর জেনেরেল সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা হইলেও, প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তৃগণ অনেক বিষয়ে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারেন। প্রাদেশিক কার্য্য সম্বন্ধে গভর্ণর জেনেরেল পরিদর্শন করিতে পারেন; কন্তু বিশেষ আবশ্যক না হইলে, হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতশাসনাধিপতি কেবল সামরিক আয়োজনাদি এবং সমগ্র দেশ সংক্রান্ত রাজস্ব ও ডাক টেলিগ্রাফপ্রভৃতি এবং পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় ব্যাপার সমূহে স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করেন।

শাসন ও বিচার কার্য্য সংক্রান্ত বিভাগদ্বয়ের উচ্চতম পদ সমূহে বহু সংখ্যক দেশীয় লোক অভিষিক্ত আছেন। তাঁহাদের জাতিগত ও ধর্ম্মগত বৈষম্য সত্ত্বেও কেবল কার্য্য-দক্ষতা ও বিশুদ্ধ স্বভাব নিবন্ধন তাঁহারা ঐ সকল পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। উপরোক্ত বিভাগদ্বয় সংক্রান্ত অষ্ট-শতাধিক দ্বিসহস্র প্রধান পদের মধ্যে প্রায় দ্বিসহস্র সংখ্যক পদে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ নিযুক্ত আছেন। তাহাদিগের বে-তন ও বার্দ্ধক্যবৃত্তি ইংরাজকর্ম্মচারী ও ফরাসিদিগের ঔপ-নিবেশিক কর্ম্মচারিদিগের তুলনায় কোন প্রকারে অপ্রচুর বলা যায় না; বরং তাহাতে এতদ্দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তি-গণ, অন্যায় লোভের বশবর্ত্তী না হইয়া, অনায়াসে সন্তুষ্টভাবে কার্য্য করিতে পারেন। অন্যান্য তাবৎ সুসভ্য রাজ্য সমূহের ন্যায় ইংরাজাধিকৃত ভারত শাসনের মূল নীতি এই যে কর্ম্মচারিবর্গ নির্ম্মল স্বভাব ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ না হইলে রাজ্য শাসন কখন সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। শাসন প্রণালী যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন,

প্রধান কর্ত্তৃপক্ষগণের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য যতই সৎ হউক না কেন, অধস্তন কর্ম্মচারিগণ সুদক্ষ ও ক্রোধলোভাদি বিবর্জ্জিত না হইলে প্রধান পুরুষগণের অভীষ্ট কখন ফলে পরিণত হইতে পারে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষীয় অধীন রাষ্ট্রসমূহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের কত অংশ এতদ্দেশীয় অধীন রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত তাহা অনায়াসে জানা যাইতে পারে। বৃহৎ বা ক্ষুদ্র এই রূপ যত রাজ্য আছে, সমস্ত গণনান্তর্গত করিলে অনেক শত সংখ্যক হইবে। কিন্তু তন্মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির সংখ্যা ষাইটের অধিক নহে। দেশীয় নৃপতিগণের জাতিগত পরিচয় এবং তাহাদিগের শাসিত রাষ্ট্র সমূহের ক্ষেত্র পরিমাণ ও লোক সংখ্যা নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

	বর্গ মাইল	লোকসংখ্যা	বর্ত্তমান রাজবংশের জাতি।
হায়দরাবাদ	৯৮,০০০	১,০৫,০০,০০০	মুসলমান
কাশ্মীর	৬৮,০০০	১৬,০০,০০০	হিন্দু
নেপাল	৫৪,০০০	২০,০০,০০০	ঐ
যোধপুর	৩৫,৬৭০,	২০,০০,০০০	ঐ রাজপুত
গোয়ালিয়ার	৩৩,১১৯	২৫,০০,০০০	ঐ মহারাষ্ট্রীয়
মহীশূর	২৭,০৭০	৫০,৫০,০০০	ঐ

ভাওলপুর	..২২,০০০	..৫,০০,০০০	.. মুসলমান
ভূপাল	.. ৬,৯০০	..৯,৫৫,০০০	.. ঐ
রেওয়া	..১৩,০০০	..২০,৩৫,০০০	.. হিন্দু
উদয়পুর	..১১,৬১৪	..১১,৬১,৪০০	.. ঐ রাজপুত
ইন্দোর	.. ৮,০১৫	...৬৩৫,০০০	.. মহারাষ্ট্র
বরদা	... ৮৬০০	...২,২০০,০০০	... ঐ
পাতিয়ালা	.. ৫,৪১২	..১৬,৫০,০০০	.. শিখ
ত্রিবাঙ্কোর	.. ৫,৬৩০	..২৩,১১,৩৮০	.. হিন্দু
বিকানীর	..২২,৩৪০	..৩,০০,০০০	.. ঐ রাজপুত
যশল্মীর	..১৬,৪৪৭	..৭২,০০০	.. ঐ ঐ

সামান্যতঃ বলিতে গেলে ব্রহ্মদেশ ব্যতীত সমুদয় ভারতীয় উপদ্বীপের ভূমির তৃতীয়াংশ ও ইহার অধিবাসী বর্গের পঞ্চমাংশ দেশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক শাসিত। যদিও এই সকল রাজগণ প্রতিরাষ্ট্র সমূহের সহিত সন্ধি বিগ্রহ আদি, অথবা স্বরাষ্ট্র মধ্যেও কোন অপরাধী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড, করিতে পারেন না, পরন্তু এই সকল বিষয়ে ইংরাজের অধীন হইলেও, স্বরাজ্যের ইষ্টানিষ্ট সাধন সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রভূত ক্ষমতা আছে।

আয়তন, বল ও সন্ধিপত্রের নিয়মাদি বিবেচনা করিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে আধিপত্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। দেশীয় ভূপতিগণ প্রায় সকলেই যৎসামান্য বার্ষিক কর প্রদান করিয়া থাকেন, এবং তদ্বিনিময়ে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে বিপদকালে সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করিতে এবং তাঁহাদিগের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরিক শত্রুদিগকে দমন

করিয়া রাখিতে অঙ্গীকৃত আছেন। অধিকন্তু এক্ষণে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যেরূপ প্রতিজ্ঞারদ্ধ হইয়াছেন তাহাতে, কোন উৎকট অপরাধ ব্যতীত, দেশীয় নৃপতিগণ সিংহাসনচ্যুত হইবার অথবা তাঁহাদের রাজ্য ইংরাজাধিকারান্তর্গত হইবার আশঙ্কা নাই।

দেশীয় রাজ্য সমূহের তত্ত্বাবধারণ জন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে রেসিডেণ্ট নামক রাজদূত নিযুক্ত থাকেন। রেসিডেণ্টগণের মধ্যে কেহ একটী বৃহৎ রাজ্যের কেহ বা কতকগুলি সন্নিহিত ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিদর্শন করিয়া থাকেন। ঐ সকল দেশের নৃপতিগণ রেসিডেণ্টের দ্বারায় তাঁহাদিগের বক্তব্য বিষয় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গভর্ণর জেনেরেলের নিকট জানাইয়া থাকেন। দেশীয় রাজগণ সন্ধিপত্রের নিয়ম সমূহ প্রতিপালন করিতেছেন কি না, রেসিডেণ্টগণ তদ্বিষয় তত্ব লইয়া থাকেন, এবং গবর্ণমেণ্টের অনভিমতে কোন কার্য্য হইবার উপক্রম দেখিলে যাহাতে বিবাদ ঘটনা বা বৃদ্ধি না হয়, এরূপ পরামর্শ দেন। রেসিডেণ্টগণ গভর্ণর জেনেরেলের নিয়োজিত প্রতিনিধির অধীন। প্রতিনিধির হস্তে কোন একটী বৃহৎ রাজ্যের অথবা কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিদর্শন ভার সমর্পিত থাকে; এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের বৈদেশিক বিভাগের সহিত তিনি পত্রাদি লিখিতে পারেন।

কোন রূপ ভয়ানক অত্যাচার কি অন্যায় কার্য্য না দেখিলে দেশীয় রাজ্যশাসন সম্বন্ধে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন না। বরদার গুইকুমার তাঁহার দোষের জন্য সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রায় আর কোন

রাজা সেরূপ অবস্থাপন্ন হন নাই। বিশেষতঃ আহ্লাদের বিষয় এই যে ভূত পূর্ব্ব গুহকুমারের রাজ্যকালে তাঁহার প্রজাগণ যেরূপ উৎপীড়িত ও গভর্ণমেণ্ট যেরূপ ত্যক্ত হইয়াছিলেন, তেমনি বর্ত্তমান গুহকুমারের সুশাসন-গুণে সকলেই আশাতীত সুখী হইয়াছেন। কোন দেশীয় নৃপতি, পুত্র পৌত্রাদি না রাখিয়া পরলোকগত হইলে তাঁহার রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহার যথার্থ উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে বরণ করেন। অভিনব ভূপতি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক হইলে, যত দিন পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিতে সমর্থ না হন, তত দিন কতকগুলি প্রধান অমাত্যের উপর রাজ্য শাসনের ভার অর্পিত হইয়া থাকে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের পরামর্শ ও আদেশক্রমে তাঁহারাই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে গোয়ালিয়ার রাজ্য এই রূপে শাসিত হইতেছে।

দেশীয় ভূপতিগণ তাঁহাদিগের রাজ্যের আয়তন ও অবস্থানুসারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য রাখিতে পারেন। হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়ার প্রভৃতি কয়েকটী রাজ্যে অনর্থক এতাধিক সৈন্য আছে যে, তৎসংক্রান্ত ব্যয় ঐ সকল রাজ্যের আয় হইতে সংকুলান হওয়া কঠিন হয়। এই সকল যোদ্ধৃনিচয় বৃথা আড়ম্বর অথবা সন্নিহিত প্রতিরাজ্য সমূহ অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য অকারণ রাজকীয় অর্থে প্রতিপালিত হয়। এই রূপ বহু সংখ্যক সৈন্য থাকায় প্রধান অমাত্যগণের আত্মীয়বর্গের পক্ষে উচ্চ পদ-লাভ করিবার সুযোগ হয়; কিন্তু তদ্দ্বারা রাজ্যের কিছু মাত্র

লাভ হয় না। এই সমস্ত সেনা দেশীয় রাজ্য সমূহ ও ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট উভয়েরই বিপদের কারণ হইতে পারে। এবং ইহাদিগের সংখ্যা সাধ্যানুসারে হ্রাস করা সদ্বিবেচক নৃপতি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তাঁহারা সম্প্রতি ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে বৈদেশিক আক্রমন নিবারণ জন্য সাহায্য দিবার যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের স্ব স্ব সৈন্য সংখ্যা হ্রাস, এবং যে পরিমাণ রাখা নিতান্ত আবশ্যক তাহা, শিক্ষা ও শাসনের দ্বারা, অধিক কার্য্যকর ও আয়ত্বাধীন করিবার সুযোগ হইয়াছে।

যে সমস্ত রাজ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজ শাসনাধীন নহে, তৎসমুদয় দেশীয় রাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; পরন্তু দেশীয় নৃপতিগণ সকলের আদিম বাস স্বীয় অধিকৃত দেশের মধ্যে নহে। বস্তুতঃ কোনও কোনও দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান ভূপতিগণ ইংরাজদিগের ন্যায় বৈদেশিক আগন্তুক বংশোদ্ভব। বর্ত্তমান হায়দ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি এবং তাঁহার অমাত্যবর্গ প্রায় সকলে মুসলমান, অথচ উক্ত রাষ্ট্রের পল্লিগ্রামস্থ প্রজাগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। ঐরূপ বরদা, গোয়ালিয়ার, ইন্দোর প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিগণ প্রায় সকলেই মাহারাষ্ট্রীয়; পরন্তু তাঁহাদিগের প্রজাগণের সহিত জাতিগত সম্বন্ধ এত অল্প যে তাহাদের ভাষা পর্য্যন্ত বিভিন্ন। এই সকল কারণে রাজা ও প্রজা উভয়ের মধ্যে স্নেহ বন্ধনের অভাব হয়। এবং রাজ্যশাসন সংক্রান্ত নীতির অতি স্থূল তত্ত্ব সম্বন্ধেও অনভিজ্ঞতাহেতু অনেক দেশীয় রাজা ইংরাজগভর্ণমেণ্টের কোপের পাত্র হইয়া উঠেন। সার জন ষ্ট্রাচি নামক এক জন অতি সুদক্ষ এবং বহুদর্শী ভারত

নীতিজ্ঞ সম্প্রতি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে, দেশীয় রাষ্ট্র সমূহের অধিপতিগণের হস্তে তাঁহাদিগের প্রজাগণের ইষ্টানিষ্ট সাধনের যেরূপ ক্ষমতা আছে পৃথিবীর মধ্যে প্রায় অন্য কোন পদাভিষিক্ত ব্যক্তির সেরূপ নাই। তাঁহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে রক্ষিত হইয়া থাকেন; তাঁহারা প্রায় সকলেই বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, এবং ভারতবর্ষে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লৌহ-বর্ত্ম, খাল, রথ্যা প্রভৃতি যে সমুদয় বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে কপর্দ্দক সাহায্য না করিয়াও, তদ্দ্বারা উপকার লাভ করিতেছেন। দেশীয় রাজগণ ও তাঁহাদের অমাত্যবর্গ সাধুচেতা এবং সদ্বিবেচক হইলে, তাঁহাদিগের রাজ্য সমূহ উন্নতি ও সমৃদ্ধির চরম সীমায় আনিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অবিবেকতা ও নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব নিবন্ধন অমঙ্গলের পথে ধাবমান হন। কখন কোথাও সুদক্ষ ও সৎস্বভাব বিশিষ্ট রাজা স্বীয় প্রজাবর্গের মঙ্গল সাধনে নিরন্তর যত্নবান থাকিয়া তাহাদিগের স্নেহ ও ভক্তির পাত্র হইয়া উঠেন। পরন্তু এক রাজা পরলোক গত হইলে তদনন্তর কিরূপ হইবে তাহা দেশীয় রাজ্যে কেহ নিশ্চিত বলিতে পারে না। ফলতঃ সচরাচর দেশীয় রাজ্যে এক নৃপতির সময়ে যে সকল সৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়, তাঁহার উত্তরাধিকারীর সময় সেই সমস্ত, সমুচিত অর্থ সাহায্য এবং তত্ত্বাবধারণাভাব বশতঃ ফলে পরিণত হইতে পারে না। এই রূপে শীঘ্র বা কাল বিলম্বে যেরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা একপ্রকার

পুরাতন কথার পুনরুক্তি মাত্র। যখন কোন রাজ্যে অরাজকতা ও অত্যাচার অসহনীয় হইয়া উঠে, তখন অগত্যা, প্রজাদিগের রক্ষার নিমিত্ত, গবর্ণমেণ্ট তদ্দেশের আভ্যন্তরিক শাসন সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। প্রায় এমন দেশীয় রাজ্যই নাই, যাহার সম্বন্ধে এইরূপ আচরণ কখন আবশ্যক হয় নাই। মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে ভারত শাসনকর্ত্তার প্রতিনিধি প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে এই রূপ অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, "ঐ সমস্ত রাজ্যের প্রজাবর্গের অবস্থা প্রায় পুরুষানুক্রমিক দাসের তুল্য। শান্তিরক্ষা ও বিচারকার্য্য প্রায়শঃ শারীরিক যাতনাদ্বারায় সম্পাদিত হয়। যে কোন প্রকার অপরাধ করিয়া অর্থের দ্বারা অপরাধি ব্যক্তিগণ অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ অপেক্ষা করভার কোনও কোনও স্থানে দ্বিগুণ ত্রিগুণ বা বা চতুর্গুণ অধিক।" কাশ্মীর সম্বন্ধে উক্ত মহানুভব বলেন যে তথায় কোন দ্রব্যই শুল্কভার শূন্য নহে। কৃষকগণের জীবন ধারণ জন্য যে পরিমাণ খাদ্যাদি আবশ্যক, কেবল তাহাই তাহাদিগের থাকে, অবশিষ্ট সমুদয় কর স্বরূপ রাজকর্ম্মচারিগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ উক্ত প্রদেশের প্রজাগণের অবস্থা ক্রীতদাসের অপেক্ষাও ক্লেশকর ও নৈরাশ্যময়। দেশীয় রাজ্যশাসন, অত্যাচার ও অরাজকতার ভীষণ আকরস্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু, এই অবস্থার কখন উৎকর্ষ সাধন হইবে না, এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই। দেশীয় রাজপুত্রগণ তাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সমূহে

অধুনা যেরূপ শিক্ষালাভ করিতেছেন, তদ্দ্বারা এবং ইংরাজ শাসনের দৃষ্টান্তগুণে তাঁহারা ক্রমশঃ রাজ্যশাসন সম্বন্ধে অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু, যত দিন তাঁহারা ও তাঁহাদের অমাত্যবর্গ নিজের সুখ ও বিলাসেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যতা উপলব্ধি করিতে না পারিবেন, তত দিন উন্নতির কিছু মাত্র আশা নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভারতবর্ষের রাজস্ব সংক্রান্ত আয় ব্যয়।

১৮৮৪।৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের বার্ষিক আয় প্রায় ৭০ কোটি টাকা হইয়াছিল। দেশীয় নৃপতিগণের নিকট ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যে কর পাইয়া থাকেন, তাহা ও অহিফেনের শুল্ক* প্রভৃতি পররাষ্ট্র লব্ধ আয় গণনান্তর্গত না করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের প্রজাদিগকে যে কর দিতে হয়, তাহা পড়তা করিলে দৃষ্ট হয় যে, প্রতি ব্যক্তির গড়ে ২৲ টাকার অধিক রাজস্ব দিতে হয় না। কি রূপে এই রাজস্ব সংগৃহীত ও ব্যয়িত হয়, তাহা এই অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। ভূমির রাজস্ব হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অর্থাৎ ২২ কোটী টাকা, আয় হয়। অহিফেনের শুল্ক হইতে ৯ কোটী টাকা,* লবণের শুল্ক

* ভারতবর্ষে যে অহিফেন উৎপন্ন হয়, তাহার অধিকাংশ চীন দেশে বিক্রয় হয়. সুতরাং অহিফেনের শুল্ক ভারতীয় প্রজাদিগকে অতি অল্পমাত্র দিতে হয়।

হইতে ৬৷৷০ কোটী টাকা; ষ্ট্যাম্প ও মাদক দ্রব্যের শুল্ক হইতে ৭৷৷০ কোটী টাকা; এবং অন্যান্য শুল্ক হইতে ৩৷৷০ টাকা আয় হইয়া থাকে। ভারতীয় রাজস্বের অবশিষ্টাংশ ডাক, লৌহ পথ, তড়িৎবার্ত্তাবহ ও খাল প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। রাজা ভূমির স্বত্বাধিকারী এবং কৃষক ও জমীদারগণ তাহাদিগের অধিকৃত ভূমির জন্য রাজাকে কর দিতে বাধ্য—ভারতবর্ষে এই সংস্কার অতি প্রাচীন কাল হইতে সর্ব্ববাদী সম্মত আছে; তদনুসারে অধুনাও ভূমির রাজস্ব গৃহীত হয়। এই শুল্ক এত লঘু যে, গড়ে বঙ্গদেশে প্রতি লোকের ১ টাকা, মান্দ্রাজ প্রদেশে ১৷৷০ টাকা ও বোম্বে প্রদেশে ২।০ অধিক লাগে না। বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত ভূমি জমীদারী বন্দোবস্ত থাকায়, জমীদারদিগের নিকট যে টাকা গভর্ণমেণ্ট পাইয়া থাকেন, যদি কেবল তাহাই এতৎ প্রদেশের ভূমির রাজস্ব গণ্য করা যায়, তাহা হইলে লোক প্রতি উহা ১৲ টাকার অধিক পড়তা হয় না। পরন্তু ভূম্যধিকারিগণ এতদপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক হারে কৃষকদিগের নিকট রাজস্ব লইয়া থাকেন। এই রূপ অযথা করভার লাঘবের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রজাস্বত্ব বিষয়ক নূতন আইন প্রচারিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য তাবৎ প্রদেশে গভর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের নিকট অথবা প্রত্যেক গ্রামের মুখ্য পাত্রের নিকট হইতে ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ঐ সকল প্রদেশে কৃষকদিগের স্ব স্ব ভূমিতে কিয়ৎ পরিমাণ স্বত্ব আছে, এবং কোন ও কোন ও স্থলে তাহারা আপন স্বত্ব বিক্রয় করিতে পারে। পরন্তু, এই রূপ স্বত্ব থাকায় তাহাদের যেমন

এক দিকে লাভ তেমনি অপর দিকে ক্ষতি ও আছে। ভূমিতে স্বত্ব থাকা হেতু দুঃসময়ে ঋণ পাইবার সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ দাক্ষিণাত্যে ও মধ্য প্রদেশে প্রায় অনেক স্থলে দেখা যায় যে প্রজাগণ অধিক ঋণগ্রস্ত হইয়া উঠে, এবং অবশেষে তাহাদিগের দায় সংযুক্ত ভূমি বিক্রয় হইয়া মহাজনদিগের হস্তগত হয়; সুতরাং পরিণামে বাঙ্গালার রাইয়তদিগের সঙ্গে তাহাদের তুল্যাবস্থা ঘটে। মোগল বাদসাহদিগের সময় ভূমির উৎপাদিত শস্যের তৃতীয়াংশ করস্বরূপ গৃহীত হইত, এবং দেশীয় নৃপতিগণের শাসিত জনপদসমূহে অদ্যাপিও রাজভাগের পরিমাণ অর্দ্ধাংশ বা তদপেক্ষা ও অধিক। ইংরাজ রাজ্যে ভূমির করভার অত্যন্ত লঘু, এমন কি ভূমির উৎপাদিত শস্যের শত ভাগের ৩ ভাগ হইতে ৭ ভাগের অধিক নহে। বাঙ্গালায়, ও মান্দ্রাজ প্রদেশের কিয়দংশে, জমীদারদিগের দেয় রাজস্ব চিরস্থায়ী রূপে অবধারিত আছে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে সময়ে সময়ে ভূমির রাজস্ব হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রত্যেক বন্দোবস্ত ১০ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকে, এবং সেই কাল পর্য্যন্ত প্রজাগণ ভূমির উন্নতি সাধন করিলে অতিরিক্ত লাভের ফলভোগী হয়। বোম্বাই, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম ও মান্দ্রাজের অধিকাংশ স্থলে প্রায়শঃ কৃষকদিগের সহিত গভর্ণমেণ্ট ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

অহিফেন হইতে যে শুল্ক আদায় হয়, তাহা ভারতবর্ষের প্রজাদিগকে দিতে হয় না। এতদ্দেশে গভর্ণমেণ্টর নিয়োজিত কর্ম্মচারিগণের তত্ত্বাবধারণে যে অহিফেন

প্রস্তুত হয়, তাহা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরীতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যকারিগণ সেই অহিফেন ক্রয় করিয়া চীনদেশে বিক্রয় করিয়া থাকেন; সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে অহিফেনের শুল্ক চীনের অধিবাসিগণই দিয়া থাকেন।

লবণের শুল্ক হইতেও ভারতবর্ষের অনেক টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। ভারতবর্ষের ব্যবহৃত লবণের কিয়দংশ ভারতীয় সমুদ্রোপকূলে প্রস্তুত হয়; কিয়দংশ ইউরোপ হইতে জাহাজ দ্বারা আনীত হয়; এবং কিয়দংশ পঞ্জাব ও রাজপুতনার হ্রদ ও আকরে উৎপন্ন হয়। যে পরিমাণ লবণ এতদ্দেশে বিক্রীত হয়, তাহার ৪ ভাগের ৩ ভাগ এতদ্দেশজাত, অবশিষ্ট ১ ভাগ অপর দেশ হইতে আনীত হয়। এক্ষণে মণ প্রতি লবণের শুল্ক ২৷৷০ টাকা নির্দ্ধারিত আছে। বাঙ্গালা দেশে যে বৈদেশিক লবণ আমদানি হয়, তাহার শুল্ক এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি বৎসর প্রায় ৫৷৷০ সের লবণ খাদ্য রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন, সুতরাং গড় পড়তায় তজ্জন্য প্রত্যেকের প্রায় ৷০ চারি আনা হিসাবে কর দিতে হয়।

ষ্ট্যাম্প সংক্রান্ত রাজস্ব অর্থশালী ব্যক্তিদিগের নিকট অথবা হিতাহিতবোধশূন্য বিবাদকারিদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। মাদক দ্রব্যাদি হইতে যে আয় হয় তাহাও সকলকে দিতে হয় না। যাহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া মাদক দ্রব্য সেবনে আসক্ত হয়, তাহারাই আবগারি বিভাগের আয়ের পুষ্টি বর্দ্ধন করে। তামাকের উপর এক্ষণে ভারতবর্ষে কোন শুল্ক নির্দ্ধারিত নাই। মান্দ্রাজ

এবং বোম্বাই প্রদেশে সুরা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয় হয়; বঙ্গদেশে তদপেক্ষা ন্যূন, উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প আয় হয়। পানীয় ভিন্ন অপরাপর মাদক দ্রব্যের শুল্ক বঙ্গদেশ হইতে যে পরিমাণে উৎপন্ন হয়, অন্য কোন দেশে সেরূপ হয় না। বঙ্গদেশের মুসলমানগণ এই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করে, এবং তাহারাই এই শুল্কের অধিকাংশ ভার বহন করে।

লৌহপথ, খাল, অরণ্য ও বাণিজ্য স্থানাদি হইতে যে রাজস্ব উৎপন্ন হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ এই স্থলে উল্লেখ করিতে হইলে সেই সমস্ত অনুধাবন করা পাঠকবর্গের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে। রাজকীয় ব্যয় অপেক্ষা আয় অল্প হইলে, নূতন কর প্রচলন বা প্রচলিত কর বর্দ্ধিত করিয়া রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। সচরাচর যে রূপেই হউক আয় ও ব্যয়ের সমতা সাধিত হইয়া থাকে, এবং সাধ্য পক্ষে আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গভর্ণমেণ্ট ঋণ গ্রহণ করেন না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অহিফেনের শুল্ক প্রকৃত প্রস্তাবে চীনদেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ ১৮৮৪।৮৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষে প্রকৃত দেশীয় কর হইতে ৪২ কোটী টাকার অধিক আয় হয় নাই। ইহা ব্যতীত নাগরিক শুল্ক এবং রথ্যাশুল্ক প্রভৃতি কয়েকটী স্থানীয় কর নির্দ্ধারিত আছে বটে; কিন্তু সেই সকল করের অধিকাংশ কেবল অর্থশালী লোকদিগকে দিতে হয়। ইংলণ্ডের অধিবাসী সংখ্যা ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ কি না সন্দেহ, পরন্তু ইংলণ্ডের লোকদিগকে,

কলের জল, ও দরিদ্রশালাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে সকল স্থানীয় শুল্ক দিতে হয়, তদ্ব্যতীত তাহাদের নিকট হইতে প্রায় ৭০ কোটী টাকার রাজস্ব আদান হয়। মোগল বাদসাহ অরংজিবের রাজত্ব কালে তাঁহার বার্ষিক রাজস্ব প্রায় ৮০ কোটী টাকা ছিল, অথচ যে পরিমাণ ভূমি ও অধিবাসী সংখ্যা হইতে তাঁহার সময় রাজস্ব সংগ্রহ হইত, ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে রাজস্ব আদান যোগ্য ভূমি ও লোক সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক অধিক। এক্ষণকার ন্যায় তৎকালেও সমগ্র রাজস্বের প্রায় অর্দ্ধাংশ ভূমির কর হইতে উৎপন্ন হইত; এবং অবশিষ্টাংশ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগত "জিজিয়া" নামক কর ও অন্যান্য নানা প্রকার শুল্ক হইতে উৎপন্ন হইত। তৎকালে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মঠ, বৃক্ষ, বিবাহ, পশ্বাদি, এমন কি কৃষকগণের চুল্লির উপরেও, কর নির্দ্ধারিত ছিল। ডাক্তার হণ্টর সাহেব বলিয়াছেন যে, মুসলমান ভিন্ন আর সকল ধর্ম্মাবলম্বী প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ মাত্রকেই ১০ টাকা হইতে ৪০ টাকা পর্য্যন্ত শুল্ক দিতে হইত। এক্ষণে যদি ১০ টাকার হারে এই রূপ শুল্ক লওয়া হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ আয় আছে, কেবল এই এক শুল্ক হইতে তদপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হয়। উক্ত মহানুভব আরও দেখাইয়াছেন যে, উড়িষ্যা দেশে এক্ষণে যে পরিমাণ আয় হয় তাহাতে কেবল স্থানীয় ব্যয় সংকুলায়ন হওয়া কঠিন। অথচ উক্ত দেশে পূর্ব্ব রাজগণের সময় লোক সংখ্যা কম থাকা সত্বেও, তাঁহারা মহা আড়ম্বরের সহিত, বহু স্ত্রী, বহু পুরোহিত ও বহু সৈন্য প্রতিপালন করিতেন; ও তদ্ব্যতীত সাধারণের

অর্চ্চনার জন্য প্রতিষ্ঠিত দেবালয় সমূহে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেন। প্রজাদিগের নিকট তৎকালীন রাজগণ কৃষি-জাত দ্রব্যসমূহের দশ অংশের ছয় অংশ রাজভাগ গ্রহণ করিতেন। বস্তুতঃ তৎকালে অতিশয় ন্যায়পরায়ণ নৃপতি-গণও তৃতীয়াংশের অনিধক রাজস্ব লইতেন না। এমন কি, অদ্যাপিও দেশীয় রাজগণের মধ্যে অনেকেই সাধ্যমতে প্রজাদিগকে কর ভারে নিপীড়িত করিয়া থাকেন। ক্রীত দাস বা পশুর ন্যায় প্রজাদিগকে বিক্রয় করেন না বটে, কিন্তু গো বলিবর্দ্দাদির প্রতি লোকে যে রূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, সচরাচর প্রজাদিগের প্রতি অনেকানেক দেশীয় রাজগণ সেই রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রজা-গণের নিজের এবং তাহাদিগের পরিবারবর্গের উদর পূর্ত্তির জন্য যে পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহাদি-গের জীবন ধারণ এবং পরিশ্রমের দ্বারা অর্থোৎপত্তির নি-মিত্ত, সেই পরিমাণমাত্র দ্রব্য তাহাদিগকে দেওয়া হয়।

উপরোক্ত রাজস্ব যে রূপে ব্যয়িত হয়, তাহা এক্ষণে বিবৃত করা যাইতেছে। ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের বাৎসরিক বিবরণীতে যে রূপ ক্রমানুসারে এত-দ্দেশীয় রাজকীয় ব্যয়ের সঙ্খ্যান প্রস্তুত হয়, তাহাই অব-লম্বন করিয়া প্রধান প্রধান কয়েকটী বিষয়ে কত টাকা ব্যয় হইয়া থাকে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

"ঋণের বৃদ্ধি (সুদ) .. ... ৪।০ কোটী টাকা
রাজস্ব আদান সংক্রান্ত ব্যয়... ... ৯।।০ " "
ডাকঘর, তড়িতবার্ত্তাবহ ও টাকশাল
সংক্রান্ত ব্যয় .. .. ২ " "

আভ্যন্তরিক শাসন বিভাগের বেতন ও ব্যয়	১১॥০	কোটি টাকা
ঐ বিভাগের অন্যান্য প্রকার ব্যয়...	৪	
দুর্ভিক্ষ নিবারণ	১॥০ ”	”
পূর্ত্ত বিভাগের ব্যয়	১২॥০ ”	”
যে সকল পূর্ত্তকার্য্যের আয় নাই ..	৩॥০ ”	”
সামরিক বিভাগ	১৬ ”	”
বিলাতে টাকা পাঠাইবার হুণ্ডিয়ানী	৩।০ ”	”

সুদ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে লৌহ পথ নির্ম্মাণ, খাল খনন, দুর্ভিক্ষ নিবারণ, এবং দেশ রক্ষার্থ সামরিক ব্যয়াদি নির্ব্বাহার্থ গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে ঋণ লইয়াছেন তাহারই জন্য ইহা লাগিয়া থাকে। ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজকীয় ঋণ ১৬২ কোটী টাকা ছিল। এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে ইংলণ্ডের রাজকীয় ঋণ ৮০০৲ কোটি টাকা ; ফ্রান্সের ১০০২৲ হাজার কোটী টাকা ; এবং রুশরাজ্যে, ১৫০ কোটী টাকার যে নোট প্রচলিত আছে, তদ্ব্যতীত আরও ৩০০৲ কোটী টাকা ঋণ আছে। ভারতবর্ষের যে ঋণ আছে তাহার বৃদ্ধি শতকরা তিন টাকা হইতে ৪॥০ টাকা নিয়মে দিতে হয়। এই ঋণের এক তৃতীয়াংশ মাত্র এতদ্দেশীয় মহাজনগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ; অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশের জন্য ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট বিলাতের শ্রেষ্ঠিগণের নিকট ঋণী আছেন। গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, এতদ্দেশের রাজকীয় ঋণের সুদ গড় পড়তা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৎসরে ছয় আনা হিসাবে দিতে হয়। অন্য দেশের তুলনায় এই সুদের ভার অতি গুরু বলা যায় না।

প্রধান প্রধান কয়েকটী শুল্ক সংগ্রহের জন্য আনুসঙ্গিক ব্যয় প্রায় ৯৷৷০ কোটী টাকা হইয়া থাকে। অহিফেনের চাস, লবণ প্রস্তুত, অরণ্য রক্ষাদিতে এই টাকা ব্যয়িত হয়। ডাক বিভাগ, তড়িতবার্ত্তাবহ ও টঙ্কশালা এই সকলে দুই কোটী টাকা খরচ হইয়া থাকে। বিচারকার্য্য, শান্তিরক্ষা, শিক্ষা বিভাগ ও চিকিৎসা বিভাগ ইত্যাদিতে দেশীয় ও ইংরাজ যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের বেতনাদিতে সার্দ্ধ এগার কোটী টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। কেবল শিক্ষা বিভাগে গভর্ণমেণ্টের নিয়োজিত শিক্ষক প্রভৃতির বেতন ও গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত ভিন্ন অন্যান্য বিদ্যালয়ের সাহায্য দানে ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। দেশীয় রাজবংশোদ্ভব বর্ত্তন ভোগীদিগের তন্‌খা, কার্য্যাক্ষম প্রাচীন কর্ম্মচারিগণের বৃত্তি, হিংস্র জন্তু বিনাশের পুরস্কার, পুস্তক ক্রয় ও মুদ্রাঙ্কণ প্রভৃতি বিষয়ে চারি কোটী টাকা ব্যয় হয়।

দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য প্রতি বৎসর ১৷৷০ কোটী টাকা সঞ্চিত হয় অথবা ঐ পরিমাণ টাকায় খাল খননাদির দ্বারা দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় বিধান করা হয়। উত্তর পশ্চিম ও মান্দ্রাজ প্রদেশে ১৮৭৬ সাল হইতে ৭৮ সাল পর্য্যন্ত যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহাতে গভর্ণমেণ্ট প্রায় দুই কোটী টাকা রাজস্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এবং খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য প্রকার সাহায্য দানে ৮।৯ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

আয়বিশিষ্ট এবং আয়বিহীন উভয়বিধ পূর্ত্তকার্য্যের ব্যয় ১২৷৷০ কোটী ও ৩৷৷০ কোটী যাহা উপরে লিখিত

হইয়াছে, তাহার মধ্যে লৌহপথ নির্ম্মাণ ও খাল খনন জন্য গৃহীত ঋণের সুদ ও ঐ সকল সংক্রান্ত চলিত ব্যয় এই দুই দফা প্রধান।

সামরিক বিভাগের ব্যয় অন্যান্য সকল বিষয় সংক্রান্ত ব্যয় অপেক্ষা অধিক। উক্ত বিভাগে যে ১৩ কোটী টাকা ব্যয় হয়, তদ্দ্বারা ভারতের আভ্যন্তরিক উপদ্রব ও বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ নিবারণ জন্য এক লক্ষ ত্রিশ হাজার দেশীয় সৈন্য ও ৬০ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য নিয়োজিত থাকে।

বিলাতে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যে ব্যয় হয়, তজ্জন্য প্রতি বৎসর অনেক টাকা ভারতবর্ষ হইতে তথায় পাঠাইতে হয়। সেই টাকা প্রেরণের হুণ্ডিয়ানী প্রায় ৩ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা লাগিয়া থাকে। স্বর্ণের তুলনায় রৌপ্যের মূল্য মধ্যে কয়েক বৎসর অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্দেশে রৌপ্যের টাকা প্রচলিত আছে, কিন্তু বিলাতে গিনি নামক স্বর্ণ মুদ্রা দ্বারা ক্রয় বিক্রয়াদি সমস্ত কার্য্য সাধিত হয়; সুতরাং এতদ্দেশের জন্য বিলাতে কোন দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইলে, বা কোন কর্ম্মচারীর বেতন দিতে হইলে, এতদ্দেশীয় টাকা দ্বারায় তথাকার প্রচলিত স্বর্ণ মুদ্রা ক্রয় করিতে হয়। পরন্তু, স্বর্ণের তুলনায় রৌপ্যের মূল্য এক্ষণে কম হওয়ায়, পূর্ব্বে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রা ক্রয় করিতে যে পরিমাণ টাকা লাগিত, এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক অধিক লাগে। এই হেতু ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে যে টাকা পাঠান হয় তাহার হুণ্ডিয়ানী বাড়া উপরোক্ত পরিমাণে লাগিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের রাজস্ব যে রূপে ব্যয়িত হয়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। প্রত্যেক প্রকার ব্যয়ের অন্তর্গত প্রকরণ সমূহের বিশেষ রূপে বর্ণনা করা এইরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থে কোন মতে সম্ভব নহে। এক এক দফার খরচের মধ্যে যে প্রকার বিভিন্ন জাতীয় খরচ অন্তর্গত থাকে, তাহার উদাহরণ স্থল-স্বরূপ চিকিৎসা ও শিক্ষা বিভাগ সংক্রান্ত ব্যয়ের প্রকার ভেদ কি রূপ, তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রত্যেক জেলার প্রধান নগরে গভর্ণমেণ্টের বেতন-ভোগী এক জন ভীষক নিযুক্ত থাকেন, এবং ঐ সকল নগরে এক একটী চিকিৎসা-লয়ও স্থাপিত আছে। তৎসমুদয় এবং বাতুলালয় ও চিকি-ৎসাবিদ্যালয় ও টীকা দেওয়া সংক্রান্ত খরচ চিকিৎসা বিভাগ সম্বন্ধীয় ব্যয়ের অন্তর্গত। শিক্ষা বিভাগের ব্যয় দ্বারা পল্লীগ্রামস্থ গুরু মহাশয়ের পাঠশালা হইতে সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত যে সমস্ত বিদ্যালয় স্থাপিত আছে, তৎসমুদয়ের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। শিক্ষাকার্য্য সম্বন্ধে ১০ জন প্রধান তত্ত্বাবধারক, ৪৫০ জন পরিদর্শক এবং ৫০০০ অধ্যাপক ও শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। সৈনিক বিভাগে যে ব্যয় হয়, তদ্দ্বারা কেবল অশ্বারোহী, পদাতিক, ও কামানাদি পরিচালক সৈন্যগণের বেতন দেওয়া হয় এমত নহে, ঐ সকল সৈন্যগণের পরিচ্ছদ, অস্ত্র, গুলি, বারুদ, রসদ, বাসগৃহ, পটমণ্ডপ, পাথেয় প্রভৃতি সমস্ত খরচ সৈনিক বিভাগ সংক্রান্ত ব্যয়ের অন্তর্গত।

———:(*):———

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আইন ও বিচার পদ্ধতি।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ও দেশীয় নৃপতিগণের শাসনের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ এই যে দেশীয় রাজ্যের শাসন কার্য্য কোন আইনানুসারে নির্ব্বাহিত হয় না। পরন্তু, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক কার্য্য আইনানুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সকল আইন সাধারণের পরিজ্ঞান জন্য পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়, এবং যে কেহ ইচ্ছা করিলে তৎসমুদয়ের মর্ম্ম জানিয়া লইতে পারেন। কি ধনী, কি নির্ধন, সকল শ্রেণীর লোক এমন কি গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত এই সকল আইনের বাধ্য। ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তীর্ণ, ও নানা জাতীয় লোককর্ত্তৃক অধ্যূষিত, মহাদেশের জন্য যথোপযোগী ও সর্ব্বজন প্রযোজ্য আইন প্রণয়ণ করা যেমন দুরূহ ব্যাপার, তেমনই অত্যাবশ্যক ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাদৃশ আইন প্রণয়ন করিতে পারিলেও তদনুসারে বিচারাদি নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা করা নিতান্ত সহজ নহে। ইংরাজগণ এতদ্দেশে আধিপত্য সংস্থাপন করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মোগলজাতীয় বিষয়াধিপতিগণ কর্ত্তৃক শাসিত ছিল। তাঁহারা দিল্লীর সম্রাটের নিকট কেবল নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিতেন। তৎকালে অধীন রাজগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ, এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রব নিবন্ধন এতদ্দেশবাসিগণ কদাচ শান্তি-সুখে কাল যাপন করিতে পারিতেন না। এমন কি এক শত বৎসর পূর্ব্বে যদিও

বিচারালয় স্থাপিত ছিল, কিন্তু তৎকালীন গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতার অভাব, ও মুসলমান বিচারকগণের অজ্ঞতা ও লোভাদি দোষ হেতু ঐ সকল বিচারকদিগকে যিনি অধিক উৎকোচ দিতে পারিতেন, তিনি জয়পত্রলাভ করিতেন। অধিকন্তু, কখন পক্ষপাত দোষে, কখন বা নৃপতিগণের অযথা আদেশানুসারে, ন্যায়বিচারের বিঘ্ন ঘটিত। এই সকল বিচারকদিগের নিষ্পত্তি রহিত করিবার ক্ষমতা স্বয়ং রাজার ভিন্ন অপর কাহারও ছিল না। সুতরাং প্রজাদিগের জীবন ও যথাসর্ব্বস্ব রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের সম্পূর্ণ আয়ত্ত্বাধীন ছিল।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে অপরাধী ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান সংক্রান্ত বিচারালয় সমূহ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে লইয়া, মুসলমানদিগের বিচার কোরাণানুসারে এবং হিন্দুদিগের বিচার শাস্ত্রানুসারে হইবার আদেশ প্রচার করেন। এবং অনতিকাল পরেই বেতনভোগী বিচারক নিযুক্ত করিয়া সকল শ্রেণীর প্রজা, এমন কি গভর্ণমেণ্ট নিজেও, তাঁহাদের বিচারে বাধ্য হইবার আইন প্রচার করেন। কিছু কাল পরে কোরাণ এবং শাস্ত্রের দ্বারা সকল প্রকার অর্থ বিবাদ নিষ্পত্তি বা অপরাধের দণ্ড বিধান করা অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায়, ভারতীয় দণ্ড বিধান বিষয়ক ও অন্যান্য নানা প্রকার আইন ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়।

ব্যবস্থাপক সভাসমূহ কর্ত্তৃক আইন প্রস্তুত ও প্রচারিত হয়। প্রাদেশিক রাজবিধি সমূহ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক তর্ক বিতর্কের পর অনুমোদিত হইলে, গভর্ণর জেনেরেলের অনুমত্যনুসারে, প্রচলিত হয়। কোন বিষয়

আইন প্রস্তুত করা আবশ্যক বিবেচনা হইলে, ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম ১ জন বা ২ জন সভ্যের উপর তদ্বিষয়ক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করণের ভার অর্পিত হয়। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলে, সাধারণের অবগতি ও মতামত প্রকাশের জন্য গেজেটে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কিছু কাল গত হইলে সেই পাণ্ডুলিপির প্রত্যেক প্রকরণ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় তর্ক বিতর্ক হইয়া উহা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হয়।

যে সকল রাজবিধি সমগ্র ভারতবর্ষ অথবা তদন্তর্গত অধিকাংশ স্থলে প্রচলিত হওয়ার উদ্দেশ্য থাকে, সেই সকল প্রণয়ন কার্য্য গভর্ণর জেনেরেলের ব্যবস্থাপক সভা হইতে হয়। যে প্রণালীতে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সমূহ কর্ত্তৃক আইন প্রণীত হয়, গভর্ণর জেনেরেলের ব্যবস্থাপক সভাতেও উক্ত কার্য্য সেই রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

যে কোন ব্যবস্থাপক সভা হইতে আইন প্রণীত হউক না কেন, ভারতাধীশ্বরী অথবা তাঁহার মন্ত্রীবর্গের অনুমোদন ভিন্ন তাহা প্রচলিত হইতে পারে না। ভারতাধীশ্বরীর মন্ত্রীগণের কৃতকার্য্য সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট মহা সভার দোষ গুণ বিচারাধিকার থাকার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ভারতাধীশ্বরীর নামে যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে মন্ত্রীগণই করিয়া থাকেন। মন্ত্রীগণ সেই ক্ষমতার বলে কোন কোন স্থলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃক প্রণীত আইন প্রচলন নিষেধ করেন।

কোন রাজবিধি প্রচলিত হইবার চূড়ান্ত আদেশ হইলে উহা কয়েক বার গেজেটে মুদ্রিত হয়, এবং প্রায় তাবৎ সম্বাদ পত্রের সম্পাদকদিগের নিকট প্রেরিত

হয়। আইন প্রচলিত হওয়ার পরে তাহার মর্ম্ম জ্ঞাত না থাকা বলিলে কেহ অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। ইংলণ্ড প্রভৃতি সমস্ত সভ্য দেশীয় ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে সকল লোকে আইন জ্ঞাত থাকা অবশ্য কল্পনীয়।

এতদ্দেশে বিচার কার্য্য কি রূপে নির্ব্বাহিত হয়, তাহা এক্ষণে আলোচিত হইবে। বিচার্য্য বিবাদ সমূহ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) অর্থ বিবাদ ও (২) স্তেয় সাহসাদি দণ্ডনীয় অপরাধ বিষয়ক বিবাদ। দণ্ডনীয় অপরাধের বিচারাধিকারী মাজেষ্ট্রেটগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটগণ ২ বৎসর কারাবাস এবং সহস্র মুদ্রা অর্থ দণ্ড করিতে পারেন; ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটগণ ৬ মাস কারাবাস ও ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড বিধান করিতে পারেন; এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটগণের ক্ষমতার সীমা ১ মাস কারাবাস ও ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড পর্য্যন্ত। বয়ঃক্রমও বহুদর্শিতা বিবেচনায় মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এবং যখন যে রূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হয় তাহা গেজেটে প্রকাশিত হইয়া থাকে। নরহত্যা সাহসাদি গুরুতর অপরাধ সমূহের বিচার জেলার জজের নিকট হইয়া থাকে। জেলার জজ প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিতে পারেন; কিন্তু প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রাদেশিক প্রধান বিচারালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তির সংশোধন ও পরিবর্ত্তন জন্য জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করা যাইতে পারে। জেলার মাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদেশ সম্বন্ধে দাওরার জজ ও

হাইকোর্টে আপিল হইয়া থাকে। এইরূপ আপিলের উপায় থাকায়, কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তি অধস্তন বিচারালয়ে দণ্ডিত হইলেও, উপরিতন বিচারালয়ে আপন নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। তবে আইন ও বিচারপদ্ধতি যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, নির্দ্দোষী ব্যক্তিও অপরাধী বলিয়া কখনও কখনও দণ্ডিত হওয়া নিবারণ করা দুঃসাধ্য।

অর্থ বিবাদ বিচার সম্বন্ধে মুন্সেফ, সবরডিনেট্ জজ ও জেলার জজ এই তিন শ্রেণীর বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। মুন্সেফগণ ১,০০০ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন। ১,০০০ টাকার অধিক যত দাবী হউক না কেন, প্রথম বিচার সবরডিনেট্ জজের নিকট হইয়া থাকে। মুন্সেফের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জেলার জজের নিকট আপিল হইতে পারে। জেলার জজ, স্বয়ং তাহা নিষ্পত্তি না করিয়া, সবরডিনেট্ জজের প্রতি তদ্বিষয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন। ১,০০০ টাকা হইতে ৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমায়, সবরডিনেট্ জজের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে, জেলার জজের নিকট আপিল হইতে পারে। ৫,০০০ টাকার ঊর্দ্ধ দাবীর মোকদ্দমায়, সবরডিনেট জজের রায়ের বিরুদ্ধে, হাইকোর্টে আপিল হইয়া থাকে। তদপেক্ষা ন্যূন দাবীর মোকদ্দমায়, জেলার জজ বা সবরডিনেট্ জজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত আপিলের রায় সংশোধন জন্য, আইন ঘটিত কোন তর্ক থাকিলে, হাইকোর্টে দ্বিতীয় আপিল হইতে পারে। দাবীর পরিমাণ ১০,০০০ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে ভারতাধীশ্বরীর প্রিভিকৌন্সিল নামক আদালতে আপিল হইতে পারে।

কালিকাতা মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং এলাহাবাদ, এই প্রধান নগর চতুষ্টয়ে, চারিটী হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত আছে। পঞ্জাব প্রদেশের প্রধানতম নগরে যে উচ্চতম বিচারালয় আছে, তাহার নাম "চীফকোর্ট"। "চীফ-কোর্টের" ক্ষমতা অনেক বিষয়ে হাইকোর্টের তুল্য। হাইকোর্টের বিচারকগণ ভারতাধীশ্বরীকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল, ব্যারিষ্টার এবং জেলার জজগণ হাইকোর্টের জজ হইতে পারেন। ভারতা-ধিবাসী অনেকে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত আছেন, এবং ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা ইংরাজ জজদিগের তুলনায় কোন অংশে ন্যূন নহেন।

বিচার কার্য্য সম্বন্ধে রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কোন কর্ম্মচারীর কোন প্রকার প্রবর্ত্তনা বা আদেশ দিবার অধি-কার নাই। বিচার কার্য্য সম্বন্ধে শাসন বিভাগের কর্ম্ম-চারিগণ হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিলে, হাইকোর্ট তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন। হাইকোর্টের বিচারকগণের উপরে ভারতাধীশ্বরী ব্যতীত অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। অধস্তন বিচারালয় সমূহের কার্য্য হাইকোর্ট কর্ত্তৃক পরিদর্শিত হইয়া থাকে। এবং তজ্জন্য অধীন আদালত সমূহে যে সমস্ত মোকদ্দমার বিচার হয়, তৎসম্বন্ধে হাই-কোর্টে নানা প্রকার বিস্তৃত বিবরণী নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রেরিত হইয়া থাকে। বিচারকদিগকে সাক্ষিগণের উক্তি স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

গভর্ণমেণ্টও, সাধারণ লোকের ন্যায় অর্থবিবাদ সংক্রান্ত ধর্ম্মাধিকার সমূহের বিচারাধীন—অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট বাদী

হইয়া বিচার প্রার্থনা করিতে পারেন, এবং গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ও দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ চলিতে পারে। সামান্য দরিদ্র প্রজাদিগকে দেওয়ানী আদালতের আদেশ যেরূপ প্রতিপালন করিতে হয়, গভর্ণমেণ্টও তদ্রূপ করিতে বাধ্য। ইংরাজ রাজ্যে যে আইন প্রচারিত হয়, সাধারণ প্রজাদিগের ন্যায়, গভর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কর্ম্মচারিগণ তাহার অধীন। এই সম্বন্ধে ইংরাজ রাজ্যের প্রচলিত বিচার পদ্ধতি, এবং দেশীয় পূর্ব্বতন, এমন কি বর্ত্তমান, নৃপতিগণের বিচার প্রণালী মধ্যে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। বর্ত্তমান কালে যেরূপ হউক না কেন, পূর্ব্বকালে কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে কোন ধর্ম্মাধিকার বা কাজি জয়পত্র দিতে কদাচ সাহস করিতে পারিতেন না; এবং নির্ভীক হইয়া ঐরূপ ন্যায় বিচার করিলেও তাহার মস্তক এক সপ্তাহ কাল দেহ সংযুক্ত থাকা কঠিন হইত। অদ্যাপি রাজপুতনার অন্তর্গত দেশীয় রাষ্ট্র সমূহে, অথবা অন্য কোন নৃপতির শাসনাধীন রাজ্যে, রাজার বিরুদ্ধে জয়পত্র দিতে বোধ হয় কোন বিচারক সাহস করেন না; এবং তৎকর্ত্তৃক জয়পত্র প্রদত্ত হইলেও তাহা কদাচ ফলদায়ক হয় না। দশ বৎসর পূর্ব্বে রাজপুতনার অন্তর্গত একটী রাজ্যের প্রথা এইরূপ ছিল যে, তত্রত্য কোন প্রধান ভূম্যধিকারী যথা সময়ে কর না দিলে, তাহার নগর ভগ্ন করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য ও কামান প্রেরিত হইত। অর্থ বিবাদ জন্য বিচারালয় প্রায় কোথাও ছিল না, এবং থাকিলেও তদ্দ্বারা কোন কার্য্য হইত না। যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান সেই

জয়লাভ করিত, এবং স্বত্ববান ব্যক্তি বলীয়ানের নিকট পরাজিত হইত।

দণ্ডবিধান সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ ও ইংরাজ সাম্রাজ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত হওয়ায়, এতদ্দেশের দুর্ব্বৃত্ত জাতিগণের স্বভাব অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই আইনের দ্বারা শান্তিরক্ষার কার্য্য সম্পাদিত হয়; এবং স্তেয়, সাহস, নরহত্যাদি গুরুতর অপরাধ সমূহ দণ্ডিত ও নিবারিত হইয়া থাকে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বিচারকগণ যে পরিমাণ দণ্ডবিধান করিতে পারেন, এবং যে যে অপরাধ সমন্ধে তাঁহাদিগের বিচারাধিকার আছে, তাহা পরিষ্কার রূপে বিধিবদ্ধ আছে। কিরূপে শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ অপরাধের তথ্য অনুসন্ধান করিবেন, কিরূপে, সাধারণ লোকের স্বচ্ছন্দ বাস ও স্বাস্থ্যরক্ষার্থ, রথ্যা জলাশয়াদি অবাধ রাখিতে হইবে, কিরূপে অপরাধী ব্যক্তিগণ বিচারকের সম্মুখে আনীত হইবে, অধস্তন বিচারালয়ের নিষ্পত্তি সংশোধন জন্য উচ্চতর বিচারকের নিকট কিরূপে আবেদন করিতে হইবে, এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে উল্লিখিত আইনে স্পষ্ট বিধান আছে।

ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষে প্রায় দেড় লক্ষ শান্তিরক্ষক সেনা আছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রধারী, এবং যুদ্ধার্থ নিযুক্ত সেনাগণের ন্যায় কোনও কোনও বিষয়ে শিক্ষিত। বেতনভোগী শান্তিরক্ষক ব্যতীত, গ্রাম্য প্রহরী প্রায় ৭ লক্ষ নিযুক্ত আছে; তাহারা ভল্ল বা যষ্টি ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র ব্যবহার করে না। প্রত্যেক জেলা কতকগুলি গুল্ম বা থানায় বিভক্ত।

থানা সমূহের প্রধান কর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই এতদ্দেশীয় লোক। তাঁহাদিগের অধীনে কতকগুলি শান্তি-রক্ষক সেনা নিযুক্ত থাকে। শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারিদিগের উপরে প্রত্যেক জেলায় এক এক জন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত থাকেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ প্রায় সকলেই ইংরাজ। শান্তিরক্ষা ও তস্করতাদি অপরাধের দমন ও দণ্ডের জন্য পুলিশ সেনা নিযুক্ত থাকার আবশ্যকতা পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন। অনেক স্থলে পুলিশ কর্ম্মচারিগণ অর্থলোভী হইয়া জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহার কারণ এই যে, তাহাদের বেতন অতি অল্প, এবং অর্থ লাভের সুযোগ থাকা সত্বে লোভ সম্বরণ করা অর্থহীন ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত কঠিন। গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে এক্ষণে যে বেতন দিয়া থাকেন, তদপেক্ষা অধিক বেতন দেওয়ার উপায় না থাকায়, সাধারণ লোকে সাহস পূর্ব্বক অত্যাচার ও উৎপীড়ন নিবারণ করিতে কৃতসংকল্প না হইলে, পুলিশের দৌরাত্ম্য দমন হইবার সম্ভাবনা নাই।

——:(*):——

সপ্তম অধ্যায়।

ভারতবর্ষের প্রচলিত মুদ্রা।

মুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচলন সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহা এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত রূপে বিবৃত হইবে। প্রাচীন-কালে এতদ্দেশের প্রচলিত মুদ্রা সমূহের গুরুত্ব বা বিশুদ্ধি সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিলনা; এবং বণিকগণ আবশ্যক মতে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিত না। তৎকালে এতদ্দেশের কোন কোন স্থানে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাইত, পরন্তু, অন্যান্য স্থানে ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্য কেবল বিনিময়ের দ্বারা সাধিত হইত। কাহারও একটি ধেনু প্রয়োজন হইলে, হয় ত ধান্যের দ্বারা উহা ক্রয় করিতে হইত। এবং ধেনু বিক্রেতার ধান্যের প্রয়োজন না থাকিলেও তাহা লইয়া তদ্দ্বারা তাহার প্রয়োজনীয় বস্ত্র বা অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিত। ইংরাজ-গণ প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন ওজন এবং ভিন্ন মূল্যের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এতদ্দেশে রৌপ্যের টাকা ক্রয় বিক্রয়াদি ব্যাপারে অবশ্য গ্রাহ্য, ও অন্যান্য প্রকার মুদ্রার মূল্যের পরিমাপক হইয়াছে। প্রত্যেক টাকায় $\frac{১}{১২}$ অংশ শ্যামিকা যুক্ত এক তোলক পরিমাণ রজত থাকে। বিশুদ্ধ রজত অতি শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত ও অনায়াসে নমিত হইয়া যায়; এই হেতু তদ্দ্বারা টাকা প্রস্তুত করা সুবিধা হয় না। টাকা অপেক্ষা কতকগুলি ক্ষুদ্রতর মুদ্রা আছে, তৎসমুদয়ের নাম আধুলি সিকি দুয়ানি। কোন দ্রব্যের মূল্য, বা কোন ব্যক্তির বেতনাদি

দিতে হইলে, তজ্জন্য নিৰ্দ্ধাপিত পরিমাণ টাকা বা আধুলি যদি দেওয়া যায় তাহা অবশ্য গ্রাহ্য। এক টাকার অধিক দেয় হইলে, সিকি দুয়ানি বা পয়সা স্বীকার্য্য নহে।

যে কোন ব্যক্তি গভর্ণমেণ্টের টাকশালায় রৌপ্য দিয়া টাকা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। টাকা প্রস্তুতের ব্যয় শতকে দুই টাকা হিসাবে লাগে। টাকশালায় টাকা প্রস্তুত জন্য যে রৌপ্য প্রদত্ত হয়, তাহা বিশুদ্ধ না হইলে উহা নির্ম্মল করিবার জন্য আরও কিছু ব্যয় লাগিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় টাঁকশালা সমূহে প্রতিবৎসর প্রায় ৬ কোটী টাকা প্রস্তুত হয়। পয়সা অৰ্দ্ধপয়সা পাই প্রভৃতি কয়েক প্রকার তাম্র মুদ্রা আছে। গভর্ণমেণ্টের ধনাগার সমূহে দুই টাকার পর্য্যন্ত পয়সা দিয়া টাকা পাওয়া যাইতে পারে। কেহ ইচ্ছা করিলে টাকশালে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু সুবর্ণ-মুদ্রা এতদ্দেশে অবশ্য দেয় বা গ্রাহ্য নহে।

টাকার অনেক কার্য্য নোটের দ্বারা হইয়া থাকে। পাঁচ টাকা হইতে দশহাজার টাকার পর্য্যন্ত নোট আছে। নোট প্রচলন সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য গভর্ণমেণ্টের একটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে, এবং তৎসংক্রান্ত কার্য্য সমূহের নিয়মাবলী একটী বিশেষ আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ আছে। ঐ আইনের বিধান অনুসারে যত টাকার নোট প্রচলিত হয়, তদনুসারে অৰ্দ্ধাংশ নগদ ও অবশিষ্ট অৰ্দ্ধাংশ কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া সঞ্চিত রাখা হয়। নোট প্রচলন সম্বন্ধে কলিকাতা মান্দ্রাজ, বোম্বে এবং পঞ্জাব এই মণ্ডল চতুষ্টয়ে ভারতবর্ষ বিভক্ত আছে। এক মণ্ডলের

নোট অপর মণ্ডলে অবশ্য গ্রাহ্য নহে; কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান নগরে নোট প্রচলন সংক্রান্ত যে কার্য্যালয় আছে তথায় যে কোন মণ্ডলের নোটের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে এতদ্দেশে প্রথম গভর্ণমেণ্টের নোট প্রচলিত হয়। ইহাদ্বারা গভর্ণমেণ্টের ও সাধারণ লোকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এক্ষণে এতদ্দেশে প্রায় ১৮ কোটী টাকার নোট প্রচলিত আছে।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের টাকশালা সমূহে যে টাকা প্রস্তুত হয় তাহা কেবল ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে এমত নহে, সন্নিহিত ব্রহ্ম, সিংহল, মারিচ, এডেন, চীন, তিব্বৎ, কাশ্মীর, গান্ধার, পারস্য প্রভৃতি দেশেও সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টাকার আয়তন ও মূল্য সমভাব রাখিবার জন্য বিশেষ যত্নের সহিত টাকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রত্যেক টাকশালে এক জন উচ্চতম কর্ম্মাধ্যক্ষ থাকেন, এই বিষয় দৃষ্টি রাখা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য।

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, গভর্ণমেণ্ট বা শ্রেষ্ঠী বা বণিকদিগের সমস্ত কার্য্য টাকার দ্বারা নির্ব্বাহিত হয় না। বরাত চিঠি ও হুণ্ডি প্রভৃতির দ্বারা অধিকাংশ কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। দিল্লী নিবাসী কোন বণিক যদি কলিকাতায় বস্ত্র ক্রয় করে, তাহার পক্ষে সেই বস্ত্রের মূল্য, নগদ গোণীবদ্ধ পূর্ব্বক কলিকাতায় প্রেরণ করা কতদূর অসুবিধা জনক ও ব্যয় সাধ্য তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে। বস্তুতঃ বাণিজ্যের নিমিত্ত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রায়শঃ নগদ টাকা পাঠাইতে হয় না। দিল্লী প্রভৃতি

স্থানের বণিক্‌গণ যেমন কলিকাতার মহাজনদিগের নিকট বিলাতি বস্ত্রাদি ক্রয় করে, তেমনি গোধূমাদি কৃষিজাত দ্রব্য কলিকাতায় বিক্রয় জন্য পাঠাইয়া দেয়। যে সময়ে কোনও কোনও ব্যক্তির দিল্লী হইতে কলিকাতায় টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয়, সেই সময়ে অপরাপর ব্যক্তির কলিকাতা হইতে দিল্লীতে টাকা প্রেরণ আবশ্যক হইয়া থাকে। সুতরাং কাহাকেও নগদ টাকা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পাঠাইতে হয় না। পরস্পরের বরাত অনুসারে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে টাকা দিলেই কার্য্য চলিয়া যায়। এইরূপ বরাত চিঠির দ্বারা টাকা আদান ও প্রেরণ প্রায়শঃ শ্রেষ্ঠী নামক ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়। তাঁহারা এক মোকামে নগদ টাকা লইয়া অন্য স্থানের মোকামের উপর বরাত চিঠি দেন; এবং বিশেষ সম্ভ্রম শালী ব্যক্তির বরাত চিঠি লইয়াও নগদ টাকা দিয়া থাকেন। এতদ্দেশে এক্ষণে নোট প্রচলিত হওয়ায়, নোটের দ্বারাও অধুনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টাকা পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

টাকার পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারে হয় না। গভর্ণমেণ্ট টাঁকশালায় টাকা প্রস্তুত করিয়া দেন বটে; কিন্তু প্রচলিত মুদ্রা সমূহের গুরুত্ব, আয়তন, ও বিশুদ্ধতা সমভাব রাখাই তাহার উদ্দেশ্য। যখন অন্যান্য বস্তুর তুলনায় রৌপ্যের মূল্য ন্যূন হয় তখন বৈদেশিক মহাজনগণ এতদ্দেশীয় পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য রৌপ্য আমদানি করতঃ তদ্দ্বারা টাঁকশালা হইতে টাকা প্রস্তুত করিয়া লয়েন। এইরূপ করায় যখন রৌপ্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়, তখন মহাজনগণ, রৌপ্য আমদানী ও তদ্দ্বারা টাকা প্রস্তুত বন্ধ করিয়া, অন্যান্য বৈদেশিক দ্রব্য

অধিক আমদানী করিতে থাকেন। টাকা প্রস্তুত করিয়া লওয়ায় কিছু লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে তজ্জন্য মহাজনগণ রৌপ্য আমদানী করেন না।

এতদ্দেশের অর্থশালী লোকদিগের মধ্যে অনেকে সঞ্চিত টাকা, ব্যবসায়াদিতে বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা না করিয়া, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া রাখেন। এই সকল লোকদিগের জানা উচিত যে, সঞ্চিত অর্থ ডাকঘরে জমা দিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট নিক্ষিপ্ত রাখা যাইতে পারে; এবং সেই নিক্ষিপ্ত অর্থের বৃদ্ধি বার্ষিক শতকে তিন টাকা বার আনা হিসাবে পাওয়া যায়। মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত রাখায় কেবল সেই বৃদ্ধি পাওয়া যায় না এমত নহে, অনেক সময়ে মূলধন পর্য্যন্ত অপহৃত হইয়া যায়। সঞ্চিত ধন রাজকীয় ডাকঘর সমূহে জমা দিবার নিয়মাবলী ডাক বিভাগ সংক্রান্ত অন্যান্য নিয়মের সহিত "পোষ্টাল গাইড" নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়া থাকে। এককালে চারি আনা পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে।

১৮৭৩ সাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় এক টাকা বিলাতের প্রচলিত মুদ্রার দুই শিলিঙ্গের তুল্য ছিল, এবং এক গিনির মূল্য ১০৲ টাকার অধিক ছিল না। কিন্তু নানা কারণে, বিলাতের প্রচলিত মুদ্রার তুলনায়, টাকার মূল্য ক্রমশঃ ১৮৮৯ সাল পর্য্যন্ত হ্রাস হইয়া এক টাকা ১⅓ সিলিঙ্গের তুল্য হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টের গৃহীত ঋণের সুদ, এবং এতদ্দেশ সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য বিলাতে যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে তাহাদের বেতনাদি অনেক স্থলে বিলাতের প্রচলিত

মুদ্রায় দিতে হয়, এবং তজ্জন্য তথায় ভারতবর্ষীয় গভর্ণ-মেণ্টের এক কোটী চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়া থাকে। ১৮৭৩ সালের পূর্ব্বে ১৪ কোটী টাকা পাঠাইলেই এই ব্যয় নির্ব্বাহ হইত; কিন্তু ১৮৮৮ সালে এই জন্য সাড়ে আঠার কোটী টাকা ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে ব্যয় হইয়াছিল। ৪৷৷০ কোটী টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হওয়ায় অন্যান্য বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ ও নূতন কর সংস্থাপিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়।

পূর্ত্তকার্য্য।

দেশীয় নৃপতিগণের তুলনায় ইংরাজশাসনের উৎকর্ষতা সপ্রমাণ করা আবশ্যক হইলে, কেবল পূর্ত্তকার্য্য বিষয়ক বিবরণ দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহ রূপে প্রতিপাদিত হইতে পারে। জনসাধারণের উপকারার্থ রাজকীয় ব্যয়ে যে সকল রথ্যা অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হয়, সেই সমস্ত পূর্ত্তকার্য্য বলিয়া অভিহিত হয়। ব্যক্তি বিশেষ কর্ত্তৃক নিজ অর্থের দ্বারা যে সকল বাপী কূপ তড়াগাদি প্রস্তুত হয়, তাহা রাজকীয় পূর্ত্তকার্য্যের অন্তর্গত নহে। কেবল গভর্ণমেণ্ট ও গভর্ণমেণ্টের নিয়োজিত নাগরিক অধ্যক্ষ সভাদি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পূর্ত্তকার্য্য সমূহ এই অধ্যায়ের আলোচ্য।

লৌহপথ, তাড়িত বার্ত্তাবহ, রথ্যা, তড়াগ, কুল্য, রাজকীয় কার্য্যালয়, সৈন্যালয়, পোতাশ্রয়াদি সমস্ত পূর্ত্তকার্য্য বলিয়া উক্ত হয়। পূর্ব্বকালে রাজকীয় ব্যয়ে যদিও কখন কখন এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু তজ্জন্য কোন স্থায়ী নিয়ম বা বার্ষিক নিবন্ধ ছিল না;

এবং যে কিছু কার্য্য হইত তদ্দ্বারা দুই চারি জন ধনী ব্যক্তির উপকার ভিন্ন সাধারণ লোকের হিতসাধন হইত না। শুষ্ক ভূমিতে জল সেচন করিবার নিমিত্ত জলাশয়াদির, ও পণ্যদ্রব্য একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত লৌহপথাদির, অভাবহেতু তৎকালে প্রায় প্রতিবৎসরেই ভারতবর্ষের কোন না কোন স্থান দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়া তৎপ্রদেশবাসী সহস্র সহস্র লোক অনশনে কালগ্রাসে পতিত হইত। কিন্তু অধুনা এইরূপ আপদ যাহাতে সহসা না ঘটিতে পারে তজ্জন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে সহস্র সহস্র ক্রোশ ব্যাপী সংক্রমযুক্ত রথ্যা, লৌহপথ প্রভৃতি নির্ম্মিত, ও কৃত্রিম সরিৎ খনিত, হইয়াছে। প্রায় অধিকাংশ বৃহৎ নদী সমূহের উপরে সংক্রম গঠিত হইয়াছে। কেবল এক গঙ্গা-নদীর উপরিস্থিত সংক্রম সংখ্যা ৫ টির ন্যূন নহে। অর্দ্ধ শতাব্দি পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিবসে পর্য্যটন করিতে পারিলে একটি অদ্ভুত ব্যাপার গণ্য হইত। অধুনা লৌহপথে অক্লেশে ৪০ ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতা হইতে দিল্লী যাওয়া যাইতে পারে, এবং এক মিনিটের মধ্যে তাড়িত-তারযোগে সম্বাদ প্রেরিত হইতে পারে। গঙ্গা, যমুনা, শোন প্রভৃতি সরিদ্বারি পুষ্ট সুদূরব্যাপী খনিত পয়ঃপ্রণালী সমূহের জল লক্ষ লক্ষ বিঘা শুষ্ক ভূমিতে সিঞ্চিত হইতেছে। পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশে অনেক পতিত ভূমি কেবল কুল্যাসলিলের দ্বারা কৃষি যোগ্য হইয়াছে।

অধুনা ভারতবর্ষে যে সমস্ত লৌহপথ সমাপ্ত হইয়াছে তৎ-

সমুদয়ের দৈর্ঘ্য ১৫ হাজার মাইলের অধিক ; এবং এক্ষণেও প্রতিবৎসর নূতন লৌহপথ নির্ম্মিত হইতেছে। এই সকল লৌহপথে প্রায় ১০ কোটী লোক প্রতিবৎসর গমনাগমন করিয়া থাকে। যে পণ্য দ্রব্য এই সকল লৌহপথের দ্বারা একস্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয় তাহার পরিমাণ ৬০ কোটী মণের অধিক। লৌহপথ সংক্রান্ত কার্য্যে প্রায় ২ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। এই সকল কর্ম্মচারীদিগের অধিকাংশই এতদ্দেশবাসী। লৌহপথ সমূহে যে সকল শকট চালিত হয়, তাহার সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার ; এই সকল শকট চালাইবার জন্য সার্দ্ধ তিন সহস্রের অধিক কল আছে।

লৌহপথ নির্ম্মাণ জন্য ১৮৮৮ সাল পর্য্যন্ত যে টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ১৮০ কোটী টাকার অধিক। ইতি পূর্ব্বে ৫ ম অধ্যায়ে সূচিত হইয়াছে যে, প্রতিবৎসর গভর্ণমেণ্ট বহু পরিমাণ অর্থ লৌহপথাদি পূর্ত্তকার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকেন। ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় ও জেলা সমূহের অধ্যক্ষ সভা কর্ত্তৃকও লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান রথ্যাদি সংস্কার জন্য প্রাদেশিক ও নাগরিক রাজস্ব হইতে অনেক টাকা ব্যয় হয়। বঙ্গদেশে ভূম্যধিকারিগণের নিকট যে রথ্যাকর গৃহীত হয়, তাহা দ্বারা এতৎপ্রদেশের পূর্ত্তকার্য্য সংক্রান্ত অধিকাংশ ব্যয় সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই রথ্যাকরের প্রায় অর্দ্ধাংশ বর্ত্তমান রথ্যাদির সংস্কার ও তৎসংক্রান্ত কর্ম্মচারিবর্গের বেতন জন্য ব্যয়িত হয়।

রাজকীয় পূর্ত্তকার্য্য সমূহের তত্ত্বাবধারণ জন্য ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টের পূর্ত্তাধিকার নামক একটি স্বতন্ত্র কার্য্য বিভাগ আছে। পূর্ত্তকার্য্যের নিমিত্ত ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ অনেকগুলি জেলায় বিভক্ত আছে। প্রত্যেক জেলার কার্য্য এক জন প্রধান, ও তাঁহার অধীনস্থ কয়েক জন, স্থপতির পরিদর্শনাধীন থাকে। তাঁহারা বর্ত্তমান রথ্যা অট্টালিকাদি সুসংস্কৃত রাখেন ; এবং আদিষ্ট হইলে নূতন রথ্যা, হর্ম্ম্য, সেতু, সংক্রমাদি নির্ম্মাণ করেন। প্রতিবৎসর প্রত্যেক জেলার পূর্ত্তকার্য্যের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ব্যয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এবং সেই টাকা যে যে কার্য্যে যেরূপে ব্যয় করিতে হইবে, তাহা অবধারণ পূর্ব্বক, গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া, তৎসমুদয়ের অনুষ্ঠানে স্থপতিগণ প্রবৃত্ত হন।

তিন চারি জেলার পূর্ত্তকার্য্য সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান জন্য এক জন পরিদর্শক স্থপতি নিযুক্ত থাকেন। ইহাদিগের সকলের উপরে এক জন চিফ ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ প্রধান স্থপতি থাকেন। তিনি স্বীয় অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য সুচারুমতে সম্পাদন জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট উত্তরদায়ী।

পূর্ত্তকার্য্যের জন্য প্রতিবৎসর যত টাকা আবশ্যক হয়, গভর্ণমেণ্ট ঠিক সেই পরিমাণ টাকা দিতে পারেন না। সুতরাং কখন কখন একটি রাজকীয় কার্য্যালয় বা রথ্যা অনেক বৎসরে নির্ম্মিত হয়। প্রত্যেক কার্য্যের সাবকাশত্ব, নিরবকাশত্ব ও আবশ্যকতা বিবেচনায়, তজ্জন্য বৎসরের মধ্যে যত টাকা ব্যয় হইবে তাহা অবধারিত হয়।

যে সকল পূর্ত্তকার্য্য রাজস্ব হইতে সম্পাদিত হয়, তাহার অনুষ্ঠান প্রণালী এই রূপ। পরন্তু, লৌহপথ নির্ম্মাণ ও খাল খননাদি যে সকল কার্য্য ঋণ করিয়া সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য স্থপতিগণ যত টাকা ব্যয় করিতে পারেন, সচরাচর তত টাকাই তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়। পূর্ত্তকার্য্যের জন্য রাজস্ব হইতে অতি অল্প টাকা ব্যয়িত হয়। ফলতঃ যে সকল কার্য্য হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থলাভের সম্ভাবনা না থাকে, প্রায় কেবল সেইরূপ অট্টালিকা রথ্যাদি রাজস্ব হইতে নির্ম্মিত হয়। যে সকল কার্য্য হইতে লাভের সম্ভাবনা থাকে, অথবা সাম্রাজ্য রক্ষার্থ প্রয়োজনীয়, সেই সমুদয়ের জন্য অনেক স্থলে ঋণ করিয়া টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লৌহপথ কতকগুলি বণিক সমিতির সমবেতার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। তাঁহাদিগের নির্ম্মিত লৌহপথে লাভ না হইলেও, রাজস্ব হইতে সাহায্য দিয়া, তাহাদিগের ব্যয়িত মূল ধনের উপর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ—অর্থাৎ শতকে ৪৲ বা ৫৲ টাকা—বৃদ্ধি দেওয়াইতে গভর্ণমেণ্ট, অঙ্গীকার পত্রের দ্বারা, বাধ্য আছেন। সেই নিবন্ধানুসারে গভর্ণমেণ্ট যত টাকা লৌহপথ নির্ম্মাণকারিদিগকে দেন, তাহা ঐ সকল বণিক সমিতির ঋণ স্বরূপ গণ্য হয়। যদি নিয়ম পত্রোল্লিখিত বৃদ্ধি অপেক্ষা বণিক সমিতিকৃত কোন লৌহপথের কখন অধিক আয় হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত আয়ের টাকা হইতে গভর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ হয়; এবং ঐ ঋণ সমস্ত পরিশোধ হইলে অতিরিক্ত আয়ের ৫ ভাগের ৪ ভাগ গভর্ণমেণ্ট ও ১ ভাগ বণিক সমিতি পাইয়া থাকেন।

লৌহপথ ও সুনির্ম্মিত রাজপথ সমূহের দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকদিগের কত উন্নতি ও সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে কাশী-ধামে স্থলপথে বা নৌকাযোগে যাইতে হইলে, বহু অর্থ ব্যয় ও নানাবিধ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়াও, ১ মাসের মধ্যে গন্তব্য স্থলে উপনীত হওয়া সুকঠিন ছিল; এক্ষণে অতি অল্প ব্যয়ে এবং স্বচ্ছন্দে সেই পথ ২৪ ঘণ্টার ন্যূন কালের মধ্যে পর্য্যটন করা যাইতে পারে। আরও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে কানপুর হইতে পণ্য দ্রব্য নৌকাযোগে প্রেরিত হইলে ৩ সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে উহা কলিকাতায় কোন মতে পৌঁছিতে পারিত না; কিন্তু এক্ষণে লৌহপথে কাণপুরের দ্রব্যজাত ২ দিবসের মধ্যে অনায়াসে কলিকাতায় আনিতে পারা যায়। তৎকালে পথি মধ্যে যে সময় নষ্ট হইত, অধুনা সেই সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনের দ্বারা অন্যূন দশ বার ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্য সম্পাদন সম্ভবপর হওয়ায়, বাণিজ্য ব্যবসায় অধিক লাভজনক হইয়াছে। জলপথ অপেক্ষা লৌহপথের অপর সুবিধা এই যে, নৌকা জলমগ্ন অথবা দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইতে পারে, পরন্তু, লৌহপথে সেরূপ কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। ফলতঃ রেলওয়ে দ্বারা বাণিজ্যাদির কিরূপ সুবিধা হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। একখানি শকটে যে পরিমাণ দ্রব্য বোঝাই লইতে পারে, অর্থাৎ প্রায় ১২ মণ দ্রব্য, রেলওয়ে দ্বারা ১ মাইল পথ লইয়া

যাইতে ১ পয়সার অধিক ব্যয় হয় না। গবাদি চালিত শকটে পণ্য দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পাঠাইতে হইলে ৮। ১০ গুণ অধিক ব্যয় হয়; অথচ তাহাতে যে পরিমাণ সময় লাগে, বাষ্পীয় শকটে তাহার দশ অংশের এক অংশ কালও লাগে না। বস্তুতঃ পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষের মধ্যে এমন অনেক স্থল ছিল, যেখানে নিকটে কোন বৃহৎ নগর বা বিপণি না থাকা হেতু, কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবার কোন উপায় ছিল না। পরন্তু, এক্ষণে ভারতবর্ষের সকল স্থানের কৃষিজাত দ্রব্য কলিকাতা, বোম্বাই এমন কি ইউরোপ পর্য্যন্ত বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইতেছে।

কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত যে সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ কৃত্রিম সরিৎ খনিত হইয়াছে, তাহার দ্বারাও এতদ্দেশে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। যে সকল স্থানে পূর্ব্বে কূপ তড়াগাদি হইতে জল সিঞ্চন করিয়া, অথবা কেবল বৃষ্টির জলের দ্বারা, কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, সেই সকল স্থানে এক্ষণে খালের জলের দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় কত কোটী মণ অধিক শস্য উৎপাদিত হইতেছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যে সকল স্থলে পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি হেতু দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হইয়া প্রজাগণ আপন আপন গো মহিষাদি সহ, অনশনে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করতঃ, অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইত, সেই সকল স্থানে এক্ষণে কৃত্রিম জলপ্রণালীসমূহ দ্বারা কৃষিকার্য্যের সুবিধা হওয়ায় আর দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নাই। লৌহপথ সমূহের দ্বারাও দুর্ভিক্ষ নিবরণের বিশেষ উপায় হইয়াছে। কোন প্রদেশে শস্য অল্প জন্মাইলে

এক্ষণে লৌহপথের দ্বারা অন্যান্য প্রদেশ হইতে তণ্ডুল গোধূমাদি খাদ্য দ্রব্য অনায়াসে লইয়া যাইতে পারা যায়, সুতরাং কোন স্থানে শস্য অল্প পরিমাণ জন্মিলেও খাদ্য দ্রব্যের অভাবহেতু প্রজাগণ বিশেষ কষ্ট পায় না। লৌহপথে একটী মাত্র শকটব্যূহ দ্বারা ১২ হাজার হইতে ১৫ হাজার মণ পর্য্যন্ত দ্রব্য অনায়াসে চালিত হইতে পারে। গবাদি চালিত সহস্র শকটের দ্বারা বিংশতি দিবসে উক্ত পরিমাণ দ্রব্য তিনশত মাইল রাস্তা লইয়া যাওয়া কঠিন হয়।

পূর্ত্তকার্য্য সম্বন্ধীয় বিবরণ মধ্যে তাড়িত বার্ত্তাবহের উল্লেখ না করা উচিত বিবেচনা হয় না। ভারতবর্ষের সমস্ত লৌহপথের সঙ্গে তড়িৎ সঞ্চালক তার অনুসরণ করিয়াছে, এবং প্রায় সমস্ত প্রধান ডাকঘরের সহিত তাড়িত তারের সংযোগ আছে। কলিকাতা বা বোম্বাই নগরের কোন বণিক যদি কাণপুরে কোন দ্রব্যের কি মুল্য তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তারযোগে ২। ৩ ঘণ্টার মধ্যে অনায়াসে সম্বাদ জানিতে পারেন। পূর্ব্বে ডাক-যোগে এইরূপ সম্বাদ লইতে হইলে অনেক দিন অতি-বাহিত হইত; এবং হয় ত সেই সময়ের মধ্যে বাজার দর পুনরায় কম হইয়া লাভের সুবিধা নষ্ট হইত। যখন লৌহপথ ও তাড়িত বার্ত্তাবহ ছিল না, তখন প্রধান ধনিগণ ভিন্ন সামান্য বণিকগণ চালানী কারবার করিতে পারিত না। কিন্তু এক্ষণে যে কোন ব্যক্তি তাড়িত বার্ত্তাবহাদি দ্বারা বাজার দরের নিশ্চিত সম্বাদ জানিয়া অনেক দূরদেশ হইতেও নিঃশঙ্ক চিত্তে পণ্য দ্রব্য আমদানি করিতে

পারে। তারযোগে কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়িগণ বিলাতের দরও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জানিতে পারেন। তারের সম্বাদযোগে দূরদেশে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থার দ্বারাও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এক্ষণে যদি কোন ব্যক্তি লক্ষ্ণৌ নগরে কোন দ্রব্যের মূল্য পাঠাইবার উদ্দেশে কলিকাতার বা অন্য কোন স্থানের তার সংক্রান্ত কার্য্যালয়ে টাকা জমা দেন, তাহা হইলে লক্ষ্ণৌ নগরে তারের সংবাদ পৌঁছিবা মাত্র, সেই পরিমাণ টাকা, প্রেরকের নির্দ্দেশ অনুসারে, দানীয় ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয়।

সম্প্রতি যে স্বায়ত্ত শাসন-প্রণালী এতদ্দেশে প্রচলিত হইয়াছে, তদনুসারে রথ্যা, সংক্রম, বিদ্যালয়াদি নির্ম্মাণ ও তত্ত্বাবধারণের ভার জেলা সমূহের অধ্যক্ষ সভার উপর অর্পিত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল কার্য্য সম্বন্ধে এক্ষণে আপামর সাধারণ সকল লোকে স্বতঃপরতঃ পরামর্শ ও সাহায্য দিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতি ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারিগণ, এমন কি কৃষকেরাও, এক্ষণে স্থানীয় পূর্ত্তকার্য্য সমূহ যাহাতে স্ব স্ব মতানুসারে অনুষ্ঠিত হয় তাহার উপায় বিধান করিতে পারে; এবং ইহা আশা করা যায় যে, পূর্ব্বে রথ্যাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যেরূপ অপব্যয় ও অযথা কার্য্য হইত এক্ষণে, স্থানীয় লোকদিগের উপর তৎসংক্রান্ত কার্য্য ভার অর্পিত হওয়ায়, আর সেরূপ ঘটিবে না। পরন্তু, ইহা সকলের মনে রাখা উচিত যে, কোন ব্যক্তির সুবিধা বা লাভের জন্য জেলা সমূহের অধ্যক্ষ সভা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যাহাতে অধিকাংশ লোকের যতদূর সম্ভব মঙ্গল সাধিত হয় তাহা সকলের করা কর্ত্তব্য।

——:(*):——

নবম অধ্যায়।

উপসংহার।

এতদ্দেশের সামরিক অনুষ্ঠানাদি ও আভ্যন্তরিক শাসন কার্য্য যে অধিকারদ্বয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়, তাহার বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সমূহে উল্লিখিত হইয়াছে। এই দুইটী প্রধান অধিকার ব্যতীত আরও কতকগুলি রাজকীয় কার্য্যবিভাগ আছে, সেই সমস্ত, সাম্রাজ্য শাসন জন্য নিতান্ত আবশ্যক না হইলেও, গভর্ণমেণ্টের অবশ্য অনুষ্ঠেয় নানাবিধ কর্ত্তব্য সম্পাদন জন্য প্রয়োজনীয়। এই প্রকার রাজকীয় কার্য্য বিভাগের মধ্যে শিক্ষা বিভাগ সর্ব্বাগ্রগণ্য। এতদ্দেশের বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধারণ ও উন্নতি সাধন সংক্রান্ত কার্য্যভার এই বিভাগের অধ্যক্ষগণের উপর অর্পিত আছে। পল্লীগ্রামের পাঠশালা পর্য্যন্ত, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট, এবং গভর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্যে পরিপুষ্ট, হইয়া থাকে। সকল শ্রেণীয় লোকের সুশিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে সামান্য পল্লিগ্রামস্থ পাঠশালার ছাত্রগণও, ক্রমশঃ উচ্চতর বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের যোগ্য হইতে পারে।

অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, এতদ্দেশের বিদ্যালয় সমূহের বিশেষ প্রতিষ্ঠা লব্ধ ছাত্রদিগকে গভর্ণমেণ্ট রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বাধ্য আছেন।

পরন্তু, জনসাধারণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট যেরূপ সাহায্য করিতেছেন তাহাই যথেষ্ট জ্ঞান করা উচিত; সাংসারিক উন্নতিলাভ সম্বন্ধে, গবর্ণমেণ্টের আনুকুল্যের আশা না করিয়া স্বচেষ্টার উপর নির্ভর করা কৃত-বিদ্য ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য। রাজকার্য্যের দ্বারা দেশের সমস্ত লোকের কখনই জীবনোপায় লাভ হওয়া সম্ভব নহে। এতদ্দেশে এক্ষণে প্রায় এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে; এবং এই সকল বিদ্যালয়ে অন্যূন ৩৩ লক্ষ ছাত্র বিদ্যোপার্জ্জনে ব্রতী আছে। ইহা-দিগের চতুর্থাংশ ও রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রতিপালন করা গভর্ণমেণ্টের সাধ্যাতীত। তবে যতদূর সম্ভব এত-দ্দেশবাসী অনেক লোক, বিশেষতঃ উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে, গভর্ণমেণ্টের ভৃতিভুক্ নিযুক্ত আছেন।

ভারতমহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন। নারীগণ সুশিক্ষিতা এবং অজ্ঞতা-জনিত কুসংস্কার-বিমুক্ত হইলে, তাঁহাদিগের সন্তান-গণ তাহাদিগের নিকট অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া অতি সহজে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অধুনা, এতদ্দেশে সাহিত্য, গণিতাদি শিক্ষার জন্য যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত আছে, তদ্ব্যতীত ইহার প্রধান কয়েকটী নগরে এক একটী ভৈষজ্য বিদ্যালয় ও স্থপতি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষিতত্ত্ব

প্রভৃতি শিক্ষার জন্য ও কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপনারম্ভ হইয়াছে। এতদ্দেশের অধ্যাপনা কার্য্যের সুনিয়ম সংস্থাপন, এবং কৃতবিদ্য ছাত্রদিগকে পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক, উপাধি প্রদান, জন্য কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, প্রয়াগ ও লাহোর, এই পাঁচটি প্রধান নগরে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় নামক বিবিধবিদ্যা বিবর্দ্ধনী সভা সংগঠিত হইয়াছে।

ক্ষুদ্রতর অধিকার সমূহের মধ্যে ক্ষেত্র পরিমাপ জন্য যে কার্য্য বিভাগ আছে, তদ্দ্বারা এতদ্দেশের মানচিত্র সমুদয় প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাজস্ব বিভাগে আয় ব্যয় নির্দ্ধারণ ও নোট প্রচলনাদি কার্য্য হয়; কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ দ্বারা কৃষি কার্য্যের পরিদর্শন, কৃষিকার্য্যের সাহায্য প্রদান, এবং বাণিজ্যাদি সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ হয়। যোদ্ধৃবর্গের খাদ্য ও পরিধেয়াদি সম্ভারণার্থ, এবং প্রবাসী শ্রমজীবীদিগের রক্ষার জন্যও, এক একটী কার্য্য বিভাগ আছে।

ডাক বিভাগ সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য একটী স্বতন্ত্র কার্য্য বিভাগ আছে। পত্র, টাকা এবং তাড়িত সম্বাদাদি প্রেরণ সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য এই বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়। অধুনা সামান্য সামান্য গ্রামে পর্য্যন্ত ডাকযোগে পত্র আদান ও প্রেরণের সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বকালে কোন গ্রামের এক পল্লি হইতে অপর পল্লিতে একখানি পত্র পাঠাইতে হইলে যে সময় অতিবাহিত হইত, এক্ষণে ডাকের পত্র তদপেক্ষা অল্প সময়ে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে পারে।

সুরা ও লবণাদির শুল্কাদান জন্য একটী কার্য্য বিভাগ

আছে। অরণ্য সমুদয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিসাধন জন্য অরণ্য বিভাগ নামক একটী অধিকার আছে।

যে সমস্ত রাজকীয় কার্য্য বিভাগের বিবরণ আলোচিত হইল তদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকার আছে; তৎসমুদয়ের বিশেষ বিবরণ উল্লেখ করা এই গ্রন্থে সম্ভব নহে। এই সকল বিভাগের কার্য্য, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে, রাজকীয় ব্যয়ে, অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের আদেশ অনুসারেই সকল অধিকারের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ, এবং সেই সকল ব্যক্তির বেতন ও বার্দ্ধক্যবৃত্তির পরিমাণ অবধারিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠেয় কার্য্য সমূহ কিরূপ দুরূহ। এতাদৃশ বিস্তৃত সাম্রাজ্য সুশাসিত রাখা কিরূপ কষ্ট সাধ্য, এবং ইহাতে কতদূর পরিণামদর্শিতা ও সদ্বিবেচনার আবশ্যক, তাহা বালকগণ উত্তরকালে, সংসারে প্রবিষ্ট হইলে, কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন; এবং তখন বর্ত্তমান ভারত-শাসনের দোষানুসন্ধান করিতে উৎসাহযুক্ত হইবেন না। তাঁহারা ইতিহাস পাঠে অবশ্য অবগত হইয়াছেন যে শতবর্ষের অনধিক কাল পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনরাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাষ্ট্রের নৃপতিগণ নিরন্তর পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন। শান্তির অভাবহেতু কৃষি ও বাণিজ্যাদির বিশেষ উন্নতি হইবার উপায় তৎকালে আদৌ ছিল না। পরন্তু অধুনা এতদ্দেশের আর সেরূপ অবস্থা নাই।

সমগ্র ভারতবর্ষ এক্ষণে প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজজাতি কর্ত্তৃক একছত্রীকৃত হইয়াছে। ইহাতে অন্য কিছু লাভ না হউক, অরাজকতা জনিত সন্ত্রাস বিদূরিত হওয়ায় ভারতবাসিগণ শান্তিরূপ সুখময় তরুর স্নিগ্ধ ছায়ায় নিরুদ্বেগে দিন যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদি ইংরাজগণ এক্ষণে ভারত পরিত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে এতদ্দেশ তুমুল সংগ্রামক্ষেত্র হইয়া উঠে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকগণ সকলেই প্রবল হইবার, ও স্ব স্ব ধর্ম্মের আধিপত্য বিস্তার করিবার, জন্য বদ্ধপরিকর হয়। এরূপ অবস্থায় অনতিকাল মধ্যে দুর্ব্বল জাতিগণ পুনরায় দাসত্বা বস্থা প্রাপ্ত হয়; এবং হয় ত অবশেষে সমগ্র দেশ পুনরায় অপর কোন ইউরোপীয় জাতির পদানত হয়।

যাঁহারা ভারতবাসী সকল লোক এক জাতি বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহারা যে কতদূর ভ্রান্ত তাহা বলা বাহুল্য। যদি ভারতবাসী সমস্ত লোকের মধ্যে কিছুমাত্র একতা থাকিত, তাহা হইলে ইংরাজগণ কখন এতদ্দেশে আধিপত্য সংস্থাপন করিতে পারিতেন না। ভারতবর্ষ নামের দ্বারা একটী দেশ বুঝায় বটে, কিন্তু ইহার অধিবাসিদিগের মধ্যে জাতি, ধর্ম্ম, ও ভাষাগত যেরূপ প্রভেদ লক্ষিত হয়, সমগ্র ইউরোপের অধিবাসিদিগের মধ্যেও ততদূর বিভিন্নতা দেখা যায় না। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড কেবল ইংরাজের প্রতাপে এক রাজ্যবৎ শাসিত হইতেছে। ইহার বিভিন্ন জাতীয় অধিবাসিগণের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে এক শাসনাধীনত্ব ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে

একতাভাবের কারণ নাই। লৌহের সহিত সীসক প্রভৃতি ধাতুর যেরূপ প্রভেদ, পঞ্চনদ দেশবাসী প্যাঠান ও মধ্য ভারতবাসী রাজপুত জাতির সহিত, বঙ্গ ও মান্দ্রাজ প্রদেশের অধিবাসিদিগের শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য সেইরূপ। ভারতবাসিগণের মধ্যে যেরূপ একতার অভাব দৃষ্ট হয়, তাঁহার বিশেষ কারণ এই যে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই দেশের ইষ্টানিষ্ট জনক ব্যাপার সমূহের সম্বাদ পর্য্যন্ত জ্ঞাত হইবার চেষ্টা করেন না; স্বগ্রাম ঘটিত ব্যাপার ভিন্ন তাহাদিগের সকল বিষয়ে ঔদাসীন্যভাব দেখা যায়।

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS. CALCUTTA